[২০১৯] ১৩ এস. সি. আর. ৩৫৭

আইটিসি লিমিটেড

বনাম

কেন্দ্রীয় আবগারি কমিশনার, কলকাতা IV

(২০০৯ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ২৯৩-২৯৪)

(১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১৯)

[অরুন মিশ্রা, নভিন সিনহা এবং ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতিগণ]

শুল্ক আইন, ১৯৬২ – ধারা ১৭ এবং ২৭ (২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা সংশোধনের পূর্বে এবং পরে উভয়ই) – শুল্কের মূল্যায়ন – শুল্ক ফেরত পাওয়ার দাবি – মূল্যায়নের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলে কোনো বিরোধিতার অনুপস্থিতি – মূল্যায়িত শুল্কের বিরুদ্ধে ফেরতের আবেদনের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা – তথ্যের ভিত্তিতে, আপিলকারী-কাগজ প্রস্তুতকারক, তার কারখানা থেকে ছাড়পত্র প্রাপ্ত কাগজের উপর শুল্ক পরিশোধ করছে – একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, আপিলকারী শুল্ক থেকে সম্পূর্ণ ছাড় পেয়েছিল – বিভাগ থেকে চিঠি পাওয়ার পর, আপিলকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ছাড় গ্রহণে তার ভুল বুঝতে পারে এবং বর্জ্য কাগজ/ভাঙা কাগজের উপর শুল্ক পরিশোধ করা শুরু করে – এরপর, আপিলকারী জুলাই ২০০১ থেকে মার্চ ২০০২ সময়কালের জন্য উক্ত বর্জ্য কাগজের উপর পরিশোধিত শুল্কের জন্য ফেরতের দাবি দায়ের করে – মূল্যায়ন কমিটি, আপিল কমিশনার এবং ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক দাবি প্রত্যাখ্যান – এর বিরুদ্ধে আপিল মঞ্জুর করা হয় – আপিলে, স্থির করে: মূল্যায়নের আদেশ বা স্ব-মূল্যায়ন আইন অনুযায়ী যথাযথ কার্যধারা অবলম্বন করে সংশোধন না করা পর্যন্ত ফেরতের দাবি গ্রহণ করা যাবে না – স্ব-মূল্যায়নের আদেশ বাতিল করে শুল্ক পুনর্বিবেচনা করে ফেরত দেওয়ার জন্য ২৭ ধারার আওতায় পড়বে না – যে বিল অফ এন্ট্রির ভিত্তিতে স্ব-মূল্যায়ন করা হয়েছে, তাতে সংশোধন বা পরিবর্তন না করা পর্যন্ত ২৭ ধারার বিধানগুলি আহ্বান করা যাবে না – স্ব-মূল্যায়নের আদেশ অনুসরণ করতে হবে যদি না ২৭ ধারা অনুযায়ী ফেরতের দাবি গ্রহণ করার আগে তা সংশোধন করা হয় – যদি কোনো ব্যক্তি কোনো আদেশের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন যার মধ্যে স্ব-মূল্যায়নও অন্তর্ভুক্ত, তাকে আইনের ১২৮ ধারা বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে আদেশটি সংশোধন করতে হবে – সুতরাং, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বহাল রাখা হলো এবং হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিল করা হলো এবং ফেরতের আবেদনগুলি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়।

আপিল খারিজ করে আদালত

আদেশ: ১.১ অর্থ আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত শুল্ক আইনের ২(২) ধারার সংশোধিত সংজ্ঞা থেকে এটি স্পষ্ট যে স্ব-মূল্যায়ন, অস্থায়ী মূল্যায়ন, পুনঃমূল্যায়ন এবং যে কোনো মূল্যায়নে যেখানে মূল্যায়িত শুল্ক শূন্য, তা একটি মূল্যায়ন। মূল্যায়নের মধ্যে স্ব-মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত, যখন স্ব-মূল্যায়নের বিধান ১৭(১) ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ২(২) ধারার মূল্যায়নের সংজ্ঞায় সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন করা হয়েছে। এর আগে 'স্ব-মূল্যায়ন' শব্দটি মূল্যায়নের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১.২ ২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা ১৭(১) ধারার সংশোধনের আগে যে শুল্ক মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, সে প্রসঙ্গে বলতে গেলে, আমদানিকৃত বা রপ্তানিকৃত পণ্যগুলি যথাযথ কর্মকর্তা দ্বারা পরীক্ষা ও পরীক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। এই ধরনের পরীক্ষার পর, তাকে এই পণ্যগুলির উপর প্রযোজ্য শুল্ক, যদি থাকে, মূল্যায়ন করতে হত। ১৭ ধারার উপধারা (৩) এর অধীনে, যথাযথ কর্মকর্তাকে আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে শর্তাবলীতে উল্লিখিত কোনো চুক্তি, দালাল নোট বা অন্য কোনো নথি পেশ করতে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বিল অফ এন্ট্রিতে করা বিবৃতি এবং উপধারা (৩) এর অধীনে পেশ করা নথি এবং সরবরাহ করা তথ্য সত্ত্বেও; কিন্তু যদি পরবর্তীতে পণ্য পরীক্ষা বা পরীক্ষা করার পর বা অন্য কোনোভাবে দেখা যায় যে এই ধরনের বিল অফ এন্ট্রি বা নথিতে কোনো বিবৃতি বা সরবরাহ করা কোনো তথ্য সত্য ছিল না, তবে সে শুল্ক পুনঃমূল্যায়ন করতে পারতো। যেখানে উপধারা (২) এর অধীনে করা মূল্যায়ন পণ্যের মূল্যায়ন, শ্রেণীবিন্যাস, ছাড় বা রেয়াত সম্পর্কিত আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকের দাবির পরিপন্থী, সেখানে ১৭(৫) ধারায় প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী বিল অফ এন্ট্রি বা শিপিং বিল মূল্যায়নের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে একটি সুচিন্তিত আদেশ পাশ করা হবে।

১.৩ ২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৭ ধারার বিধান অনুসারে, ১৭(১) ধারা আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক কর্তৃক, যেমনটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেই পণ্যগুলির উপর প্রযোজ্য শুল্ক স্ব-মূল্যায়ন করার বিধান করেছে।

স্ব-মূল্যায়ন হল ২(২) ধারার সংশোধিত সংজ্ঞা অনুযায়ী একটি মূল্যায়ন। এতে আরও বলা হয়েছে যে, যথাযথ কর্মকর্তা এই ধরনের পণ্যের স্ব-মূল্যায়ন যাচাই করতে পারেন এবং এই উদ্দেশ্যে, আমদানি করা বা রপ্তানি করা যেকোনো পণ্য বা তার যে অংশ প্রয়োজন, তা পরীক্ষা বা পরীক্ষা করাতে পারেন। স্ব-মূল্যায়ন যাচাই করার ক্ষমতা যথাযথ কর্মকর্তার উপর বর্তায় এবং এই উদ্দেশ্যে ১৭(৩) ধারার অধীনে, তিনি আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় নথি পেশ করতে এবং তথ্য সরবরাহ করতে বলতে পারেন। যদি যথাযথ কর্মকর্তা যাচাইকরণের পর পণ্যের পরীক্ষা বা পরীক্ষণ থেকে বা অন্য কোনোভাবে দেখতে পান যে স্ব-মূল্যায়ন সঠিকভাবে করা হয়নি, তাহলে যথাযথ কর্মকর্তা, আইনের অধীনে নেওয়া যেতে পারে এমন অন্য কোনো পদক্ষেপের প্রতি কোনো বিরূপ প্রভাব না ফেলে, সেই পণ্যগুলির উপর প্রযোজ্য শুল্ক পুনঃমূল্যায়ন করতে পারেন। সংশোধিত আইনের ১৭(৫) ধারা অনুযায়ী, যেখানে ১৭(৪) উপধারার অধীনে করা পুনঃমূল্যায়ন তাতে উল্লিখিত বিষয়গুলির বিষয়ে আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক কর্তৃক করা মূল্যায়নের পরিপন্থী হয়, সেখানে যথাযথ কর্মকর্তাকে বিল অফ এন্ট্রি বা শিপিং বিলের পুনঃমূল্যায়নের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পুনঃমূল্যায়নের উপর একটি সুচিন্তিত আদেশ দিতে হবে। সংশোধিত ১৭ ধারার ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করা হয়েছে যে ২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা সংশোধনের আগে আমদানি বা রপ্তানি ১৭ ধারার অসংসধিত বিধান দ্বারা পরিচালিত হবে।

১.৪ ১৮ ধারা শুল্কের অস্থায়ী মূল্যায়ন নিয়ে কাজ করে যেখানে আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক স্ব-মূল্যায়ন করতে অক্ষম হয় অথবা যথাযথ কর্মকর্তা কোনো আমদানি করা বা রপ্তানি করা পণ্যকে কোনো রাসায়নিক বা অন্যান্য পরীক্ষার অধীন করা প্রয়োজন মনে করে; অথবা যেখানে যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক আরও তদন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়।

১.৫ ২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা সংশোধনের পূর্বে আইনের ২৭ ধারা ফেরত পদ্ধতি প্রদান করেছিল। যেকোনো ব্যক্তি শুল্ক এবং সেই শুল্কের উপর পরিশোধিত সুদ, যদি থাকে, ফেরত দাবি করতে পারত। মূল্যায়নের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিশোধিত শুল্ক এবং সুদ, যদি থাকে, অথবা তার দ্বারা বহন করা হলে, কোনো ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বা সরকার বা কোনো শিক্ষা, গবেষণা বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল দ্বারা করা কোনো আমদানির ক্ষেত্রে এক বছরের মধ্যে কাস্টমসের সহকারী কমিশনার বা উপ-কাস্টমস কমিশনারের কাছে সেই শুল্ক ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারত।

অন্যান্য ক্ষেত্রে শুল্ক ও সুদ পরিশোধের তারিখ থেকে ছয় মাস শেষ হওয়ার আগে। তাকে আরও নিশ্চিত করতে হবে যে সে এই দায় অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করেনি। যে ক্ষেত্রে কোনো শুল্ক ও সুদ প্রতিবাদ সহকারে পরিশোধ করা হয়েছে, সেখানে এক বছর বা ছয় মাসের সময়সীমা প্রযোজ্য হবে না। ২৭ ধারার দ্বিতীয় শর্তাবলীতে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, যদি আপিল কর্তৃপক্ষ, আপিল ট্রাইব্যুনাল বা কোনো আদালতের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা নির্দেশনার ফলস্বরূপ ফেরত দেওয়া প্রয়োজন হয়, তবে এক বছর বা ছয় মাসের সময়সীমা সেই রায়, ডিক্রি, আদেশ বা নির্দেশনার তারিখ থেকে শুরু হবে।

১.৬ ২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা সংশোধিত শুল্ক আইনের ২৭ ধারা বিধান করে যে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো শুল্ক বা সুদের ফেরত দাবি করে যা সে পরিশোধ করেছে বা বহন করেছে, তবে সে সেই শুল্ক বা সুদ পরিশোধের তারিখ থেকে এক বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কাস্টমসের সহকারী বা উপ-কমিশনারের কাছে নির্ধারিত ফর্ম এবং পদ্ধতিতে এমন ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারে। যদি অর্থ বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার আগে ফেরতের জন্য আবেদন করা হয়, তবে তা ২৭ (১ক) ধারার বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী দাখিল করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং ২৭(২) ধারার অধীনে তা মোকাবেলা করা হবে। ২৭ ধারার বিধান দ্বারা প্রদত্ত এক বছরের সময়সীমা ২৫(২) ধারার অধীনে জারি করা বিশেষ আদেশ দ্বারা শুল্ক পরিশোধ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের ক্ষেত্রে সেই আদেশের তারিখ থেকে গণনা করতে হবে, যেমনটি ২৭(১খ)(ক) ধারায় বলা হয়েছে। যেখানে শুল্ক ফেরতযোগ্য হয় কোনো রায়, ডিক্রি, আদেশ বা আপিল কর্তৃপক্ষ, আপিল ট্রাইব্যুনাল বা কোনো আদালতের নির্দেশের ফলস্বরূপ, সেখানে এক বছরের সময়সীমা সেই রায়, ডিক্রি, আদেশ বা নির্দেশনার তারিখ থেকে গণনা করা হবে। ২৭(১খ)(গ) ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, যেখানে কোনো শুল্ক ১৮ ধারার অধীনে অস্থায়ীভাবে পরিশোধ করা হয়, সেখানে এক বছরের সময়সীমা চূড়ান্ত মূল্যায়নের পর শুল্ক সমন্বয়ের তারিখ থেকে অথবা পুনঃমূল্যায়নের ক্ষেত্রে, সেই পুনঃমূল্যায়নের তারিখ থেকে গণনা করা হবে। ২৭ ধারার দ্বিতীয় শর্তাবলীতে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, যেখানে কোনো শুল্ক বা সুদ প্রতিবাদ সহকারে পরিশোধ করা হয়েছে, সেখানে ১ বছরের সময়সীমা প্রযোজ্য হবে না।

১.৭ ২৭(২)(ক) ধারা অনুযায়ী আবেদনকারীর উপর দায় বর্তায় যে, যে শুল্ক বা সুদের অর্থ ফেরত দাবি করা হয়েছে, তা সে অন্য কোনো ব্যক্তিকে হস্তান্তর করেনি, এই বিধানটি অন্যায়ভাবে লাভবান হওয়া রোধ করার লক্ষ্য রাখে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ২৭(১)(ঝ) ধারায় পূর্বে ব্যবহৃত "মূল্যায়নের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে" অভিব্যক্তিটি স্ব-মূল্যায়নের বিধান প্রবর্তনের কারণে ২৭ ধারার সংশোধিত বিধান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে, যেহেতু স্ব-মূল্যায়ন একটি মূল্যায়নের আদেশই, তাই উপরোক্ত অভিব্যক্তি বাদ দেওয়ার ফলে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয় না কারণ স্ব-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আলাদা কোনো সুচিন্তিত মূল্যায়ন আদেশ পাস করার প্রয়োজন নেই। ফেরত সংক্রান্ত বিধানগুলি থেকে এটি স্পষ্ট যে এটি কমবেশি কার্যকরীকরণ কার্যক্রমের প্রকৃতির। যে কর্তৃপক্ষ ফেরত প্রক্রিয়া করে, তার যোগ্যতা অনুযায়ী নতুন মূল্যায়ন করার এবং ভুল বা অন্য কোনো কারণে মূল্যায়ন সংশোধন করার সুযোগ নেই।

১.৮ যেহেতু স্ব-মূল্যায়নের আদেশ আইন অনুযায়ী একটি মূল্যায়ন আদেশই, তাই স্বাভাবিকভাবেই এতে ক্ষুব্ধ যে কোনো ব্যক্তি আপিল করতে পারবে। 'যে কোনো ব্যক্তি' অভিব্যক্তিটি ব্যাপক বিস্তৃতির। রাজস্ব বিভাগ, সেইসাথে মূল্যায়নকারী, মূল্যায়নের আদেশের দ্বারা ক্ষুব্ধ হলে আপিল করতে পারে। শুধুমাত্র পুনঃমূল্যায়নের আদেশই আপিলযোগ্য নয়, বরং ১২৮ ধারার বিধানাবলী স্ব-মূল্যায়ন সহ আইনের অধীনে যে কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশকে আপিলযোগ্য করে তোলে। ২(২) ধারা অনুযায়ী স্ব-মূল্যায়নের আদেশ একটি মূল্যায়নের আদেশ, যেমনটি, যদি কোনো ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হয় তবে তা আপিলযোগ্য। ১৭ ধারায় একটি সুনির্দিষ্ট বিধান করা হয়েছে যে, যাচাইকরণের পর যদি স্ব-মূল্যায়ন সন্তোষজনক না হয়, তবে ১৭(৪) ধারা অনুযায়ী পুনঃমূল্যায়নের আদেশ দিতে হবে। ১২৮ ধারায় কোনো সুচিন্তিত আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের বিধান করা হয়নি, বরং "যে কোনো আদেশের" বিরুদ্ধে আপিলের বিধান করা হয়েছে যা ব্যাপক বিস্তৃতির। হাইকোর্টের যুক্তি যে কোনো বিরোধ না থাকায়, কোনো সুচিন্তিত আদেশ পাস করা হয় না, এবং সেই অনুযায়ী আপিল করা যাবে না, তা আইনত টেকসই নয়।

১.৯ ২৭ ধারার অধীনে যে বিল অফ এন্ট্রির ভিত্তিতে স্ব-মূল্যায়ন করা হয়েছে, তাতে সংশোধন বা পরিবর্তন না করা পর্যন্ত ২৭ ধারার বিধানগুলি আহ্বান করা যাবে না। অন্য কথায়, স্ব-মূল্যায়নের আদেশ অনুসরণ করতে হবে যদি না ২৭ ধারা অনুযায়ী ফেরতের দাবি গ্রহণ করার আগে তা সংশোধন করা হয়। ফেরত কার্যক্রমগুলি অর্থ ফেরতের জন্য কার্যকরীকরণ প্রকৃতির। এটি কোনো মূল্যায়ন বা পুনঃমূল্যায়ন কার্যক্রম নয়। এছাড়াও, ছাড় দাবি করার জন্য অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ করতে হবে, যেমনটি ছাড় বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত আছে। সেই জরুরী অবস্থার অস্তিত্বও প্রমাণ করতে হবে যা ফেরত সংক্রান্ত বিধানের আওতার মধ্যে বিচার করা যায় না। ফেরতের আবেদন প্রক্রিয়া করার সময়, পুনঃমূল্যায়ন অনুমোদিত নয় বা ছাড়ের শর্তাবলী বিচার করা যায় না। পুনঃমূল্যায়ন কেবলমাত্র সংশোধিত বিধানের ১৭(৩)(৪) এবং (৫) ধারার অধীনে অনুমোদিত। সংশোধনের আগেও একই অবস্থা ছিল। যদি কাস্টমসের সহকারী কমিশনার বা উপ-কমিশনার ফেরতের আবেদন করার সময় পুরো বিষয়টি বিচার করার অনুমতি পান, তাহলে তা কার্যত মূল্যায়ন বা পুনঃমূল্যায়নের আদেশে পরিণত হবে, যা ২৭ ধারার অধীনে ফেরত বিধানের আওতার মধ্যে করা যায় না।

১.১০ দিল্লি এবং মাদ্রাজ হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত যুক্তিটি সঠিক বলে মনে হয় না। ২৭ ধারার অধীনে ফেরতের বিধানগুলির পরিধি বাড়ানো যায় না। এটি ১৭, ১৮, ২৮ এবং ১২৮ ধারার বিধানগুলির সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে।

১.১১ ২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা সংশোধনের পূর্বে এবং পরে বিধানগুলির সামগ্রিক প্রভাব বিবেচনা করে, এই মতামত দেওয়া হয় যে, মূল্যায়নের আদেশ বা স্ব-মূল্যায়ন আইন অনুযায়ী যথাযথ কার্যধারা অবলম্বন করে সংশোধন না করা পর্যন্ত ফেরতের দাবি গ্রহণ করা যাবে না এবং স্ব-মূল্যায়নের আদেশ বাতিল করে ফেরত দেওয়ার জন্য শুল্ক পুনর্বিবেচনা করা ২৭ ধারার আওতার মধ্যে পড়বে না; এবং যদি কোনো ব্যক্তি কোনো আদেশের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন যার মধ্যে স্ব-মূল্যায়নও অন্তর্ভুক্ত, তাকে আইনের ১২৮ ধারা বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে আদেশটি সংশোধন করতে হবে।

কাস্টমস, এক্সাইজ এবং সার্ভিস ট্যাক্স আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ(গুলি) বহাল রাখা হলো এবং এর বিপরীতে দিল্লি ও মাদ্রাজ হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশগুলি বাতিল করা হলো। ফেরতের আবেদনগুলি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল না।

এসকর্টস লিমিটেড বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা (১৯৯৪) সম্পূরক ৩ এসসিসি ৮৬ ; প্রিয়া ব্লু ইন্ডাস্ট্রিজ বনাম কমিশনার অফ কাস্টমস ২০০৪ (১৭২) ই.এল.টি. ১৪৫ (এস.সি.) ; [২০০৪] ৪ সম্পূরক এসসিআর ৫০১ – এর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্য বনাম মাইক্রোম্যাক্স ইনফরম্যাটিক্স লিমিটেড ২০১৬ (৩৩৫) ই.এল.টি. ৪৪৬ (দিল্লি) ; আমান মেডিকেল প্রোডাক্টস লিমিটেড বনাম কমিশনার অফ কাস্টমস, দিল্লি ২০১০ (২৫০) ই.এল.টি. ৩০ (দিল্লি) ; এম/এস এস.আর.এফ. বনাম কমিশনার অফ কাস্টমস, চেন্নাই ২০১৫ (৩১৮) ই.এল.টি. ৬০৭ (এস.সি.) ; কমিশনার অফ ওয়েলথ ট্যাক্স, গুজরাট III আহমেদাবাদ বনাম এলিস ব্রিজ জিমখানা (১৯৯৮) ১ এসসিসি ৩৮৪ : [১৯৯৭] ৪ সম্পূরক এসসিআর ৬২৬ ; মহারাষ্ট্র স্টেট ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন বনাম জেসি ড্রাগস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস (প্রা.) লিমিটেড (১৯৯১) ১ এসসিসি ৬৩৭ ; ও.পি. সিংলা ও অন্যান্য বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্য (১৯৮৪) ৪ এসসিসি ৪৫০ ; [১৯৮৫] ১ এসসিআর ৩৫১ ; ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম পপুলার কনস্ট্রাকশন কোং (২০০১) ৮ এসসিসি ৪৭০ : [২০০১] ৩ সম্পূরক এসসিআর ৬১৯ ; কমিশনার অফ কাস্টমস বনাম সৈয়দ আলী (২৬৫) ই.এল.টি. ১৭ (এস.সি.) ; কালেক্টর অফ সেন্ট্রাল এক্সাইজ, কানপুর বনাম ফ্লক (ইন্ডিয়া) প্রা. লিমিটেড ২০০০ (১২০) ই.এল.টি. ২৮৫ (এস.সি.) : (২০০০) ৬ এসসিসি ৬৫০ : [২০০০] ২ সম্পূরক এসসিআর ১৫৬ ; হিরো সাইকেলস লিমিটেড বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন ২০০৯ (২৪০) ই.এল.টি. ৪৯০ (বোম্বে) ; সেন্ট্রাল অফিস মেওয়ার প্যালেস অর্গ. বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন ২০০৮ (১২) এস.টি.আর. ৫৪৫ (রাজ.) – উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

২০১৬ (৩৩৫) ইএলটি ৪৪৬ (দিল্লি)	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৫
২০১০ (২৫০) ইএলটি ৩০ (দিল্লি)	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৬
২০১৫ (৩১৮) ইএলটি ৬০৭ (এসসি)	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১২
[১৯৯৭] ৪ সম্পূরক এসসিআর ৬২৬	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৭
১৯৯১ (১) এসসিসি ৬৩৭	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৭

১৯৮৫ (১) এসসিআর ৩৫১	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৭
[২০০১] ৩ সম্পূরক এসসিআর ৬১৯	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৭
(২৬৫) ইএলটি ১৭ (এসসি)	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৮
২০০০ (১২০) ইএলটি ২৮৫ (এসসি)	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৯
[২০০০] ২ সম্পূরক এসসিআর ১৫৬	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৩৯
[২০০৪] ৪ সম্পূরক এসসিআর ৫০১	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৪০
২০০৯ (২৪০) ইএলটি ৪৯০ (বম্বে)	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৪৪
২০০৮ (১২) এসটিআর ৫৪৫ (রাজ.)	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৪৫
১৯৯৪ সম্পূরক (৩) এসসিসি ৮৬	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৮, ৪৩
২০০৪ (১৭২) ইএলটি ১৪৫ (এসসি)	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪৪

দেওয়ানী আপীল এখতিয়ারঃ ২০০৯ সালের দেওয়ানী আপীল নং ২৯৩-২৯৪।

কাস্টমস, এক্সাইজ এবং সার্ভিস ট্যাক্স আপিল ট্রাইব্যুনাল, পূর্ব আঞ্চলিক বেঞ্চ, কলকাতা-এর চূড়ান্ত আদেশ নং এ-১০৪৫/কল/০৮ এক্সাইজ আপিল নং ইডিএম-২৭৪/০৫ এবং ২০০৫ সালের ক্রস অবজেকশন নং ১১১ -এর ২৭.১০.২০০৮ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

২০১০ সালের দেওয়ানী আপিল নং ২৯৬০, ২০১১ এর ৫৮৭৮, ৩১০, ৪৪৩২-৪৪৩৪, ৬৪০৭, ৫৪৯০, ৫৪৯১, ৫৪৮৯, ৬০৫৪, ২০১২ এর ১৫৭৫-১৫৮২, ১৫৮৫, ১৫৭১, ২০১৪ এর ৭৭১০, ২০১৬ এর ৫৯-৬০, ৯৬, ২০১৭ এর ২০৮৫২, ১৮৭৬৫, ২০১৮ এর ১০০৮২, ২০১৯ এর ৭৩৮৪-৮৬, ৭৩৮৭, ৭৩৮৮, ৭৩৮৯, ৭৩৯১, ৭৩৯২, ৭৩৯৩, ৭৩৯৪-৯৬, ৭৩৯৭ সহ।

পি. চিদাম্বরম, কে. রাধাকৃষ্ণন, প্রবীণ আইনজীবীরা, তরুণ গুলাটি, শশী ম্যাথিউস, অঙ্কিত সচদেব, কিশোর কুনাল, নীল হিলড্রেথ, শ্রীমতী সুনীতা রানি সিং, শ্রীমতী শিরিন খাজুরিয়া, শেখর ব্যাস, অলোক যাদব, অজয় আগরওয়াল, শ্রীমতী মাল্লিকা যোশী, রাজন নারাইন, বি. কৃষ্ণ প্রসাদ, এম. পি. দেবনাথ, এল. বাদ্রি নারায়ণন, আদিত্য ভট্টাচার্য, ধ্রুব মাত্তা, এম. পি. দেবনাথ, আর. পার্থসারথি, কিশোর কুনাল, শ্রীমতী দীপিকা নন্দকুমার, ভি. এন. রঘুপতি, রূপেশ কুমার, শ্রীমতী পাঙ্খুরি শ্রীবাস্তব, প্রবেশ বাহুগুনা, শ্রীমতী হেতভি মোটা, জিতেন্দ্র সিং, অংশুমান সিক্রি, প্রশান্ত কুমার (এম/এস এপি অ্যান্ড জে চেম্বার্সের পক্ষে), নিখিল নায়ার, এন. সাই বিনোদ, শেখর ব্যাস, সেন্থিল জগদীশান, শ্রীমতী সোনাক্ষী

মালহান, শ্রীমতী সুরিতি চৌধুরী, শ্রীমতী নিত্যা রাও, শ্রীমতী মৃণাল কানওয়ার, শ্রীমতী ই. আর. সুমতি, ই. সি. আগরওয়ালা, অভিষেক এ. রাস্তোগি (এম/এস খৈতান অ্যান্ড কোম্পানির জন্য), আইনজীবীরা উপস্থিত দলগুলির জন্য।

আদালতের রায়টি প্রদান করেন

অরুণ মিশ্রা, বিচারপতি

১. হাইকোর্ট এবং কাস্টমস, এক্সাইজ ও সার্ভিস ট্যাক্স আপিল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা (সংক্ষেপে "ট্রাইব্যুনাল" হিসাবে উল্লিখিত)-এর রায় ও আদেশের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মূল্যায়নকারী এবং ভারত ইউনিয়ন উভয়েই এই আপিলগুলি দায়ের করেছে।

২. এই আপিলগুলিতে জড়িত প্রশ্নটি হলো, মূল্যায়নের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলে কোনো বিরোধিতা না থাকলে, মূল্যায়িত শুল্কের বিরুদ্ধে কোনো ফেরতের আবেদন গ্রহণ করা যাবে কিনা?

৩. ট্রাইব্যুনাল আইটিসি লিমিটেড-এর ক্ষেত্রে মতামত দিয়েছে যে মূল্যায়নের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল না করা হলে, মূল্যায়িত শুল্কের বিরুদ্ধে কোনো ফেরতের আবেদন গ্রহণ করা যাবে না। অন্যদিকে, যেসকল ক্ষেত্রে ভারত ইউনিয়ন বা বিভাগ আপিল করেছে, সেখানে দিল্লি হাইকোর্ট আইনগত প্রশ্ন তৈরি করেছে যে, "মূল্যায়িত বিল অফ এন্ট্রির বিরুদ্ধে আপিল দাখিল না করা, যেখানে শুল্ক পরিশোধের সময় আমদানিকারক এবং রাজস্ব বিভাগের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না, তা কি আমদানিকারককে শুল্ক আইন, ১৯৬২ (সংক্ষেপে, "১৯৬২ সালের আইন") এর ২৭ ধারার অধীনে ফেরতের দাবি দাখিল করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে?"

৪. আইনের ২৭ ধারায় থাকা বিধানগুলির ব্যাখ্যা করার সময়, হাইকোর্ট মতামত দিয়েছে যে, যখন আপিলে বিরোধিতা করার মতো কোনো মূল্যায়ন আদেশ নেই, যা আইনের ২৭(১)(ঝ) ধারার অধীনে পাশ করা হয়েছে, কারণ কোনো প্রতিযোগিতা বা বিরোধ নেই এবং তাই কোনো প্রতিকূল মূল্যায়ন আদেশ নেই, তখন মামলাগুলি ২৭(১)(ঝ)(২) ধারার বিধান দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং মূল্যায়িত বিল অফ এন্ট্রির বিরুদ্ধে আপিল দাখিল না করা সত্ত্বেও মূল্যায়নকারী কর্তৃক ফেরতের আবেদন রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হবে। মাদ্রাজ হাইকোর্টও একই রকম মতামত দিয়েছে।

৫. ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা বনাম মাইক্রোম্যাক্স ইনফর্ম্যাটিক্স লিমিটেড, (২০১৬) ৩৩৫ ইএলটি ৪৪৬ (দিল্লি)-তে প্রকাশিত মামলায় দিল্লি হাইকোর্ট মতামত দিয়েছে যে শুল্ক আইনের ২৭ ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে যে একজন ব্যক্তি এখন যেকোনো শুল্ক বা সুদের ফেরত দাবি করতে পারে যতক্ষণ না এই ধরনের শুল্ক বা সুদ সেই ব্যক্তি দ্বারা পরিশোধিত বা বহন করা হয়েছে। এই ধরনের অর্থ পরিশোধের শর্ত যে এটি একটি

মূল্যায়ন আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে, তা আর বিদ্যমান নেই। এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, একবার আইনের ২৭(১) ধারার অধীনে একটি আবেদন করা হলে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর এই দায় বর্তায় যে, ২৭(২) ধারার অধীনে একটি আদেশ পাশ করে নির্ধারণ করা হবে যে দাবিকৃত কোনো শুল্ক বা সুদ আবেদনকারীর কাছে ফেরতযোগ্য কিনা। এটি মতামত দেওয়া হয়েছে যে সংশোধিত আইনের ২৭ ধারার অধীনে, কর্তৃপক্ষ কেবল এই কারণে ফেরতের আবেদন বিবেচনা করতে অস্বীকার করতে পারে না যে মূল্যায়ন আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল দাখিল করা হয়নি, যদি এমন কোনো আদেশ থাকে।

৬. হাইকোর্ট আরও মতামত দিয়েছে যে, যদিও আইনের ২৭(২) ধারার অধীনে 'মূল্যায়ন' শব্দটিতে স্ব-মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বিল অফ এন্ট্রি দাখিল এবং শুল্ক পরিশোধের পর পণ্য ছাড়করণ ০৮.০৪.২০১১ এর আগে যেমনটি ছিল সেই ২৭(১)(ঝ) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে নিজে থেকেই একটি মূল্যায়ন আদেশ নয়, বিশেষ করে যদি এমন শুল্ক প্রতিবাদ সহকারে পরিশোধ করা না হয়। যাই হোক, ০৮.০৪.২০১১ এর পর, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি কাস্টমস শুল্ক বা সুদ বহন করেছে, সেই ব্যক্তি কর্তৃক আইনের ২৭(১) ধারার অধীনে করা ফেরতের দাবি গ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সে বিষয়ে একটি আদেশ পাশ করতে হবে, এমনকি যেখানে মূল্যায়নের আদেশ আপিলে পুনর্বিবেচিত বা সংশোধিত নাও হয়ে থাকতে পারে। আমান মেডিকেল প্রোডাক্টস লিমিটেড বনাম কমিশনার অফ কাস্টমস, দিল্লি, ২০১০ (২৫০) ইএলটি ৩০ (দিল্লি) মামলার উপর নির্ভর করা হয়েছে।

৭. আইটিসি লিমিটেডের মামলার ঘটনাগুলি হলো যে আপিলকারীরা প্রচলিত এবং অপ্রচলিত উভয় ধরনের কাঁচামাল থেকে কাগজ তৈরি করে। উৎপাদন কার্যক্রমের সময়, বর্জ্য কাগজ/ভাঙা কাগজ উৎপন্ন হয় যা পাল্প তৈরি করে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুনর্ব্যবহার করা হয়। কখনও কখনও, আরজি ১ রেজিস্টারে প্রবেশের পর, কাগজ ত্রুটিপূর্ণ এবং বিক্রি করার অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয় এবং সেই অনুযায়ী এটিকে পুনরায় প্রক্রিয়া করা প্রয়োজন এবং যদি তা সম্ভব না হয়, তখন এটি বাতিল করা হয় এবং পুনরায় পাল্প তৈরি করে পুনর্ব্যবহার করতে হয়।

৮. আপিলকারী তার কারখানা থেকে ছাড়পত্র প্রাপ্ত কাগজের উপর শুল্ক পরিশোধ করে আসছিল। প্রচলিত এবং অপ্রচলিত কাঁচামাল থেকে তৈরি কাগজের শুল্কের হার ভিন্ন ছিল। আপিলকারীরা ১৯৯৫ সালের ১৬.০৩.১৯৯৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ৬৭/৯৫-সিই এর অধীনে বর্জ্য কাগজ/তাজা ভাঙা কাগজের ক্ষেত্রে শুল্কের ছাড় পেয়েছিল। ২০০০ সালের ০১.০৩.২০০০ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ৬/২০০০-সিই দ্বারা অপ্রচলিত কাঁচামাল থেকে তৈরি নির্দিষ্ট পরিমাণগত সীমা পর্যন্ত কাগজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় আবগারি সুপারিনটেনডেন্টের কাছ থেকে ২০০১ সালের ৩০.০৩.২০০১ তারিখের একটি চিঠি পাওয়ার পর, আপিলকারী বিষয়টি পরীক্ষা করে এবং

বিজ্ঞপ্তি নং ৬৭/৯৫-সিই এর অধীনে বর্জ্য কাগজ/ভাঙা কাগজ ব্যবহার করে 'শূন্য' শুল্ক হারে তৈরি কাগজের ক্ষেত্রে ছাড় গ্রহণে তার ভুল বুঝতে পারে, যা বিজ্ঞপ্তি নং ৬/২০০০-সিই এর অধীনে ছাড়পত্র প্রাপ্ত।২০০১ সালের মে মাস থেকে, আপিলকারী ছাড় গ্রহণ করা বন্ধ করে দেয় এবং বর্জ্য কাগজ/ভাঙা কাগজের উপর শুল্ক পরিশোধ করা শুরু করে।

৯. আপিলে জড়িত প্রাসঙ্গিক সময়কাল অর্থাৎ ২০০১ সালের জুলাই মাস থেকে ২০০২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। এই সময়কালের জন্য আপিলকারীর মূল্যায়নগুলি ছিল অস্থায়ী এবং এই এন্ট্রিগুলি ৩০.০১.২০০৩ তারিখে চূড়ান্ত করা হয়েছিল। অস্থায়ী মূল্যায়নের আদেশ ০১.০৩.২০০২ তারিখে পাশ করা হয়েছিল। আপিলকারী দাবি করেছে যে, ৩০.০১.২০০৩ তারিখের উক্ত চূড়ান্ত মূল্যায়নের আদেশের সময়, তারা বিজ্ঞপ্তি নং ১০/৯৬-সিই বা ০১.০৩.২০০১ তারিখের উক্ত সার্কুলার সম্পর্কে অবগত ছিল না এবং সেই অনুযায়ী, সেই সময় পর্যন্ত তাদের দ্বারা কোনো দাবি করা হয়নি বা উক্ত চূড়ান্ত মূল্যায়নের আদেশে এমন কোনো দাবি বিবেচনা বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

১০.১৮.০৭.২০০৩ তারিখে, আপিলকারী ২০০১ সালের জুলাই মাস থেকে ২০০২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উক্ত বর্জ্য কাগজ/ভাঙা কাগজের উপর পরিশোধিত শুল্কের জন্য ২৮,৭৩,১২০/- টাকার একটি ফেরতের দাবি দাখিল করে। উক্ত ফেরতের দাবি কেন্দ্রীয় আবগারি আইন, ১৯৪৪ (সংক্ষেপে, "১৯৪৪ সালের আইন" হিসাবে উল্লিখিত) এর ১১(খ) ধারার অধীনে এবং সংবিধিবদ্ধ সময়সীমার মধ্যে দাখিল করা হয়েছিল।

১১. উক্ত দাবি কেন প্রত্যাখ্যান করা হবে না, সেই বিষয়ে একটি কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, যার উত্তরে একটি জবাব দাখিল করা হয়। মূল্যায়ন কমিটি উক্ত দাবি প্রত্যাখ্যান করে। আপিল কমিশনার আপিল খারিজ করে দেন। এরপর, ট্রাইব্যুনালের কাছে ধারাবাহিক আপিল দায়ের করা হয়। ট্রাইব্যুনাল আপিলকারীর ফেরতের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং, ১৯৪৪ সালের আইনের ৩৫(খ) ধারার অধীনে এই আপিল দায়ের করা হয়েছে।

১২. ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা বনাম মাইক্রোম্যাক্স ইনফর্ম্যাটিক্স লিমিটেড এর মামলায়, উত্তরদাতারা (অর্থাৎ মাইক্রোম্যাক্স ইনফর্ম্যাটিক্স লিমিটেড) ৩০.০৭.২০১৪ থেকে ২৯.০৮.২০১৪ তারিখের মধ্যে সেলুলার ফোন সহ মোবাইল হ্যান্ডসেট আমদানি করেছিল। কাস্টমস ছাড়করণের সময়, তারা কাস্টমস ট্যারিফ আইন, ১৯৭৫ এর ৩(১) ধারার অধীনে ৬% হারে অতিরিক্ত কাস্টমস শুল্ক (সিভিডি) পরিশোধ করেছিল। সব মিলিয়ে, আমদানি বিল অফ এন্ট্রিগুলি আইনের ১৭ ধারার অধীনে স্ব-মূল্যায়ন প্রকল্পের শর্তাবলী অনুযায়ী উত্তরদাতাদের দ্বারা স্ব-মূল্যায়িত হয়েছিল এবং এইভাবে চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। এই আদালত এম/এস এস.আর.এফ. বনাম কমিশনার অফ কাস্টমস, চেন্নাই ২০১৫ [৩১৮] ইএলটি ৬০৭ (এস.সি.) মামলায় রায় দিয়েছে যে, আমদানি করা কোনো সামগ্রীর ক্ষেত্রে সিভিডি পরিমাপের জন্য, এটি অনুমান করতে হবে যে উক্ত আমদানি করা সামগ্রীটি

ভারতে তৈরি হয়েছে এবং তারপর তার উপর প্রযোজ্য আবগারি শুল্কের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে যাতে আমদানিকারক সিভিডি পরিশোধ থেকে যে ছাড়ের অধিকারী হবে তার পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।উত্তরদাতা ১৯৮২ সালের আইনের ২৭ ধারা অনুযায়ী এয়ার কার্গো এক্সপোর্ট কমিশনারেটে স্ব-মূল্যায়িত বিল অফ এন্ট্রির অধীনে পরিশোধিত মোট ৩৫.৮৯ কোটি টাকার শুল্ক ফেরতের দাবি দাখিল করেছিল, বিজ্ঞপ্তি নং ১২/২০১২-এক্সের ক্রমিক নং ২৬৩ক এবং শর্ত নং ১৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত কাস্টমস শুল্ক (সিভিডি) ফেরতের দাবি করে, এবং উক্ত শর্ত নং ১৬ অনুযায়ী, মোবাইল হ্যান্ডসেটের উপর ১% শুল্ক ধার্য ছিল যদি আমদানিকারক কোনো সেনভ্যাট ক্রেডিট গ্রহণ না করত। মাইক্রোম্যাক্স দাবি করেছিল যে তারা উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তির শর্ত নং ১৬ মেনে চলার সময় অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করেছে। তারা ৫% ডিফারেনসিয়াল শুল্ক ফেরতের দাবি করেছিল। সহকারী কমিশনার (ফেরত) অতিরিক্ত শুল্ক পরিশোধের প্রমাণের অভাবে সমস্ত দাবি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় বলে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি আরও বলেন যে বিল অফ এন্ট্রিগুলি ইতিমধ্যেই মূল্যায়ন করা হয়েছিল এবং মূল্যায়ন আদেশ ছিল যা কেবল আপিলে পুনর্বিবেচিত বা সংশোধিত হতে পারত। এটিও উল্লেখ করা হয়েছিল যে উত্তরদাতা ১৯৮২ সালের আইনের ১৭(৫) ধারার অধীনে কোনো পুনঃমূল্যায়ন আদেশ বা সুচিন্তিত আদেশ দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং যোগ্যতা অনুযায়ী বিষয়টি সিদ্ধান্ত নেওয়া ফেরত শাখার এখতিয়ারের বাইরে ছিল। একজন কর্মকর্তা, ফেরতের দাবি বিবেচনা করার সময়, একজন যোগ্য কর্মকর্তা কর্তৃক করা মূল্যায়নের উপর আপিল করতে পারে না। হাইকোর্ট রায় দেয় যে স্ব-মূল্যায়ন নিজে থেকে কোনো মূল্যায়ন আদেশ নয় এবং রিট আবেদন মঞ্জুর করে। সুতরাং, ভারত ইউনিয়ন কর্তৃক আপিল করা হয়।

১৩. কমিশনার অফ কাস্টমস, নিউ দিল্লি বনাম আমান মেডিকেল প্রোডাক্টস লিমিটেড এর মামলায়, উত্তরদাতারা ইনজেকশন সূঁচ তৈরির উদ্দেশ্যে ক্যানুলা আমদানি করেছিল। বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করার সময়, উত্তরদাতা ০১.০৩.২০০২ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ৬/২০০২ কাস এর অধীনে উপলব্ধ সুবিধাগুলি উল্লেখ করতে পারেনি যা আমদানি করা পণ্যের উপর শুল্কের একটি ছাড়কৃত হার প্রদান করেছিল। বিল অফ এন্ট্রিগুলি চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে, উত্তরদাতা ফেরতের জন্য একটি আবেদন দাখিল করে। ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক ফেরতের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। উত্তরদাতা পরিশোধিত অতিরিক্ত শুল্ক ফেরতের জন্য কমিশনার (আপিল) এর কাছে আপিল দায়ের করে। কমিশনার (আপিল) কর্তৃক আপিল মঞ্জুর করা হয়েছিল। বিভাগ ট্রাইব্যুনালের কাছে আপিল দায়ের করে। ট্রাইব্যুনাল পর্যবেক্ষণ করে যে ফেরতের দাবি যোগ্যতা অনুযায়ী বিচার করা যায় না। উত্তরদাতা – আমান মেডিকেল প্রোডাক্টস লিমিটেড হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন দাখিল করে। রিট আবেদনটি মঞ্জুর করা হয়েছে।

১৪. শ্রী পি. চিদাম্বরম, বিজ্ঞ সিনিয়র কাউন্সেল, ১৯৯২ সালের আইনের অধীনে প্রচলিত 'মূল্যায়ন'-এর সংজ্ঞা এবং ২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা সংশোধিত আইনের অধীনে, অর্থাৎ ০৮.০৪.২০১১ তারিখ থেকে কার্যকর মূল্যায়ন, ১৭ ধারা এবং ২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা সংশোধিত ২৭ ধারার মাধ্যমে আমাদের বিষয়টি বুঝিয়েছেন। বিজ্ঞ সিনিয়র কাউন্সেল জোর দিয়ে বলেছেন যে, ২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা সংশোধনের আগে, কাস্টমস আইনের ১৭ ধারার অধীনে মূল্যায়নের পরিকল্পনা এমন ছিল যে একবার বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করার পর, আমদানি করা পণ্যের পরীক্ষা যথাযথ কর্মকর্তা দ্বারা সম্পন্ন হত। এরপর, শারীরিক পরীক্ষার পর একটি মূল্যায়ন আদেশ পাশ করা হত। সেই অনুযায়ী, কাস্টমস আইনের ২৭ ধারা বিধান করত যে, যেকোনো ব্যক্তি যিনি (ক) মূল্যায়নের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শুল্ক পরিশোধ করেছেন অথবা (খ) একজন ব্যক্তি যিনি শুল্ক বহন করেছেন, তিনি ফেরতের দাবি করতে পারবেন। পূর্বে, কাস্টমস আইনের ১৭ ধারার অধীনে একজন যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক একটি মূল্যায়ন আদেশের প্রয়োজন ছিল। ২০১১ সালে আইন সংশোধনের পর, আইনের ২৭ ধারার অধীনে অতিরিক্ত পরিশোধিত শুল্ক ফেরতের দাবি করার জন্য বিল অফ এন্ট্রি মূল্যায়ন করার প্রয়োজন নেই, কারণ এখন বিল অফ এন্ট্রি আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক দ্বারা স্ব-মূল্যায়িত হবে এবং তা যাচাইকরণের অধীন থাকবে। এছাড়াও, কাস্টমস আইনের ১৭(৪) ধারার অধীনে যদি দেখা যায় যে আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক দ্বারা শুল্কের স্ব-মূল্যায়ন সঠিকভাবে করা হয়নি, তবে যথাযথ কর্মকর্তা শুল্ক পুনঃমূল্যায়ন করতে পারেন। ১৭(৫) ধারার অধীনে পুনঃমূল্যায়নের ক্ষেত্রে, পুনঃমূল্যায়নের তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক একটি সুচিন্তিত আদেশ পাশ করতে হবে। ১৭(৪) ধারার অধীনে করা পুনঃমূল্যায়নের ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র এই পরিস্থিতিতে একটি আদেশ পাশ করা হয়। যদি স্ব-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোনো মূল্যায়ন আদেশ পাশ করা না হয়, তবে ফেরতের আবেদন করা যেতে পারে। জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে ২৭ ধারাও ২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা সংশোধনের মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছে। শুল্ক ফেরতের জন্য আবেদন এবং মূল্যায়নের আদেশের যে প্রয়োজনীয়তা সংশোধনের আগে ছিল তা এখন স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। সংশোধিত বিধানকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা এবং ফেরতের দাবি অস্বীকার করা একটি পশ্চাৎপদ পদক্ষেপ হবে, যখন বিল অফ এন্ট্রি পাশ করা হয়েছে তখন তা বিচার্য নয়। স্ব-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, ভুল করে পরিশোধিত শুল্ক সবসময় আপিল দাখিল না করেই দাবি করা যেতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বিষয়টি দেখতে হবে যে ফেরতের দাবি ন্যায্য ছিল কিনা।

১৫. করদাতার পক্ষ থেকে এসআরএফ লিমিটেড বনাম কমিশনার অফ কাস্টমস (উপরে উল্লিখিত) এর উপর নির্ভর করা হয়েছে। ১৭ ধারার সংশোধিত বিধানের অধীনে পুনঃমূল্যায়নের আদেশ বা সুচিন্তিত আদেশ পাশ করার প্রয়োজন নেই।

প্রিয়া ব্লু ইন্ডাস্ট্রিজ বনাম কমিশনার অফ কাস্টমস ২০০৪ (১৭২) ই.এল.টি. ১৪৫ (এস.সি.) এর সিদ্ধান্তটি অসংশোধিত বিধানগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি, সুতরাং, এটি কার্যকর থাকতে পারে না এবং বিধানগুলির সংশোধনের পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রযোজ্য। সংশোধিত বিধানগুলির ১৭(১) ধারা অনুযায়ী, বিল অফ এন্ট্রি আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক দ্বারা স্ব-মূল্যায়িত হতে হবে। স্ব-মূল্যায়নের যাচাইকরণ এখন ঐচ্ছিক করা হয়েছে। স্ব-মূল্যায়নকে বিরক্ত করা যাবে না যদি না যথাযথ কর্মকর্তা দ্বারা যাচাইকরণের প্রয়োজন হয় এবং এই উদ্দেশ্যে, তিনি পণ্য বা তার অংশ পরীক্ষা বা পরীক্ষা করতে পারেন।

১৬. করদাতার পক্ষ থেকে আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে সংশোধিত ১৭ ধারা এবং ২৭ ধারা একসাথে পড়তে হবে। সংশোধিত ২৭ ধারা দ্বারা এখন বিধান করা হয়েছে যে শুল্ক ফেরতের জন্য আবেদন যেকোনো ব্যক্তি যিনি শুল্ক পরিশোধ করেছেন বা যেকোনো ব্যক্তি যিনি শুল্ক বহন করেছেন, তার দ্বারা করা হবে। পূর্বে শুল্ক পরিশোধকারী ব্যক্তি ফেরত দাবি করতে পারতেন। সংশোধনের পরের বিধানের অধীনে "মূল্যায়নের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে" শব্দগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে এবং যদি শুল্ক "তার দ্বারা পরিশোধিত" হয়ে থাকে তবে মূল্যায়নকারী কর্তৃক একটি ফেরতের দাবি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হবে। আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। এখন মূল্যায়নের আদেশ অপ্রাসঙ্গিক করা হয়েছে এবং একটি আদেশের পুনঃমূল্যায়ন আর একটি ফেরতের দাবি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পূর্বশর্ত নয়। এখন স্ব-মূল্যায়ন প্রকল্পের অধীনে, যথাযথ কর্মকর্তা দ্বারা মূল্যায়নের কোনো আদেশ থাকবে না।

১৭. করদাতার পক্ষ থেকে আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে ২৭ ধারাকে অকার্যকর বা অপ্রয়োজনীয় করা যাবে না। ২৭ ধারায় এমন কোনো শর্ত নেই যা ইঙ্গিত দিতে পারে যে ফেরত কেবলমাত্র বিল অফ এন্ট্রির বিরুদ্ধে আপিল করার পরেই দাখিল করা যেতে পারে। এমন একটি সংবিধিবদ্ধ শর্তের অনুপস্থিতিতে, ফেরতের দাবির উপর কোনো বিধিনিষেধ সংবিধানে আমদানি করা যাবে না। কর আইন কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এর কোনো উদ্দেশ্য অনুমান করার সুযোগ নেই, যেমনটি এই আদালত কমিশনার অফ ওয়েলথ ট্যাক্স, গুজরাট ।।। আহমেদাবাদ বনাম এলিস ব্রিজ জিমখানা, (১৯৯৮) ১ এসসিসি ৩৮৪ মামলায় রায় দিয়েছে। মহারাষ্ট্র স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন বনাম জয়সি ড্রাগস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস (পি.) লিমিটেড (১৯৯১) ১ এসসিসি ৬৩৭, ও.পি. সিংলা ও আরেকজন বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা, (১৯৮৪) ৪ এসসিসি ৪৫০, এবং ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম পপুলার কনস্ট্রাকশন কোং, (২০০১) ৮ এসসিসি ৪৭০ মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপরও নির্ভর করা হয়েছে।

১৮. আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে ২৭ ধারা মূল্যায়নকারীর জন্য পরিশোধিত শুল্ক ফেরতের জন্য উপলব্ধ একটি প্রতিকার এবং ২৮ ধারা বিভাগের জন্য অনাদায়ী এবং কম আদায়কৃত বা ভুলভাবে আদায়কৃত শুল্ক পুনরুদ্ধারের জন্য উপলব্ধ একটি প্রতিকার।

উভয় প্রতিকারই আপিল দাখিল না করেই গ্রহণ করা যেতে পারে। আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, কাস্টমস আইনের ১২৮ ধারার অধীনে বিল অফ এন্ট্রির বিরুদ্ধে কোনো আপিল দাখিল করা যাবে না। যেহেতু কাস্টমস আইনের ১৭ ধারার অধীনে মূল্যায়নের পরিকল্পনা স্ব-মূল্যায়নের এবং শুধুমাত্র যখন এই ধরনের স্ব-মূল্যায়ন যথাযথ কর্মকর্তা দ্বারা বিতর্কিত হয়, তখনই একটি মূল্যায়ন আদেশ পাশ করা হয়, তখন তিনি আদেশের যোগাযোগের ৬০ দিনের মধ্যে প্রাসঙ্গিক আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে পারেন। কেবলমাত্র যখন একটি সুচিন্তিত আদেশ পাশ করা হয়, তখনই মূল্যায়নকারীকে আপিল দাখিল করতে হয়। যদি মূল্যায়নের কোনো সুচিন্তিত আদেশ পাশ না করা হয়, তবে কোনো আপিল করা যাবে না এবং পরিশোধিত শুল্ক ফেরতের একমাত্র বিকল্প হলো একটি ফেরতের দাবি দাখিল করা। বিল অফ এন্ট্রি কেবল পণ্য ছাড়করণের অনুমতি দেওয়ার জন্য স্ট্যাম্প করা হয়। বিল অফ এন্ট্রিতে কোনো কারণ উল্লেখ করা হয় না যার কারণে এটিকে এমন একটি আদেশ হিসাবে গণ্য করা যায় যা কাস্টমস আইনের ১২৮ ধারার অধীনে আপিলের অধীন হতে পারে। এই আদালতের কমিশনার অফ কাস্টমস বনাম সৈয়দ আলী (২৬৫) ইএলটি ১৭ (এস.সি.) এর রায় প্রাসঙ্গিক নয়। উক্ত রায়টি কাস্টমস আইনের ২৮ ধারার বিষয়ে পাশ করা হয়েছিল।

১৯. ভারতীয় ইউনিয়ন/বিভাগের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে স্ব-মূল্যায়ন একটি মূল্যায়ন। যথাযথ কর্মকর্তার পক্ষে স্ব-মূল্যায়ন গ্রহণ করার পর, আপিলে স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নবিদ্ধ না হলে ফেরতের দাবি গ্রহণ করা যাবে না। এক বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বিল অফ এন্ট্রি পুনঃমূল্যায়ন করার নির্দেশ দেওয়া যাবে না। কালেক্টর অফ সেন্ট্রাল এক্সাইজ, কানপুর বনাম ফ্লক (ইন্ডিয়া) প্রা. লিমিটেড, ২০০০ (১২০) ইএলটি ২৮৫ (এস.সি.) এর উপর নির্ভর করা হয়েছে। বর্তমান মামলায়, বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করা হয়েছিল এবং সেগুলি স্ব-মূল্যায়িত হয়েছিল। এটি আইনের অধীনে একটি মূল্যায়ন এবং যদি বিজ্ঞপ্তির সুবিধা দাবি করা না হয়, আপিল দাখিল করার মাধ্যমে বিল অফ এন্ট্রির মূল্যায়নকে বিরোধিতা না করার ক্ষেত্রে, বিজ্ঞপ্তির সুবিধা দাবি করা যাবে না। ফ্লক (ইন্ডিয়া) প্রা. লিমিটেড (উপরে উল্লিখিত) এবং প্রিয়া ব্লু ইন্ডাস্ট্রিজ (উপরে উল্লিখিত) দ্বারা এই আদালত কর্তৃক স্থাপিত আইন অনুসারে একটি ফেরতের আবেদন রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়। একবার স্ব-মূল্যায়ন/মূল্যায়ন চূড়ান্ততা অর্জন করলে এবং প্রশ্নবিদ্ধ না হলে, এটি কোনো সময়েই পুনরায় খোলা যাবে না। ফেরতের দাবি কোনো আপিল কার্যক্রম নয়। একজন কর্মকর্তা, ফেরতের দাবি বিবেচনা করার সময়, একজন যোগ্য কর্মকর্তা কর্তৃক করা মূল্যায়নের উপর আপিল করতে পারে না। যে কর্মকর্তা ফেরতের দাবি বিবেচনা করছেন, তিনি মূল্যায়ন আদেশও পুনর্বিবেচনা করতে পারেন না। ২০১১ সালে সংশোধন করা হলেও, মূল্যায়নের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিশোধের শর্তাবলী বিদ্যমান থাকে। যেহেতু বিল অফ এন্ট্রির স্ব-মূল্যায়ন নিজে থেকে একটি মূল্যায়ন আদেশ, তাই আইনের ২(২) ধারার অধীনে পাশ করা মূল্যায়ন আদেশের বিরুদ্ধে যদি কমিশনার অফ আপিলস-এর কাছে সংশোধনের জন্য আপিল করা না হয়, তবে ফেরতের কোনো দাবি গ্রহণ করা যাবে না।

১২৮ ধারার বিধানকে অকার্যকর করা যাবে না। পদ্ধতি সহজ করার জন্য এই সংশোধন করা হয়েছে, কিন্তু স্ব-মূল্যায়নের আইনগত প্রভাব হলো একটি মূল্যায়ন। স্ব-মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকরণের সময় কিছু কাজ করতে হয়। একবার এটি গৃহীত হলে, এটি একটি মূল্যায়ন আদেশে পরিণত হয়।

২০. আপিলের অধিকার যেকোনো ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ, অর্থাৎ বিভাগ এবং আমদানিকারক/রপ্তানিকারক উভয়েরই স্ব-মূল্যায়ন আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের অধিকার রয়েছে। যতক্ষণ না মূল্যায়ন আদেশ সংশোধন করা হয় এবং একটি নতুন মূল্যায়ন আদেশ পাশ করা হয় এবং শুল্ক পুনরায় নির্ধারণ করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরতের আবেদন দ্বারা ফেরত দেওয়া যাবে না। ফেরত কর্তৃপক্ষ মূল্যায়ন কর্মকর্তার ভূমিকা নিতে পারে না। যে কর্মকর্তা ফেরতের দাবি বিবেচনা করছেন তিনি একটি মূল্যায়ন আদেশ পুনঃমূল্যায়ন করতে পারেন না। একটি মূল্যায়ন আদেশকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রশ্নবিদ্ধ করতে হবে। মূল্যায়ন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা না হলে এবং এটি সংশোধন করা না হলে ২৭ ধারার অধীনে সরাসরি ফেরতের আবেদন গ্রহণ করা যাবে না। বিল অফ এন্ট্রি শুধুমাত্র পণ্য ছাড়করণের অনুমতি দেওয়ার জন্য স্ট্যাম্প করা হয়। বিল অফ এন্ট্রিতে কোনো কারণ উল্লেখ করা হয় না যার কারণে এটিকে এমন একটি আদেশ হিসাবে গণ্য করা যায় যা কাস্টমস আইনের ১২৮ ধারার অধীনে আপিলের অধীন হতে পারে।

২১. বিবেচনার জন্য প্রথম প্রশ্ন হলো, মূল্যায়ন কি স্ব-মূল্যায়নও অন্তর্ভুক্ত করে? ২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা সংশোধনের আগে, ২(২) ধারায় মূল্যায়নকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল:

"২(২) "মূল্যায়ন" এর মধ্যে অস্থায়ী মূল্যায়ন, পুনঃমূল্যায়ন এবং যেকোনো মূল্যায়ন আদেশ যেখানে মূল্যায়িত শুল্ক শূন্য;"

২২. ২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা ২(২) ধারার সংশোধনের পর 'মূল্যায়ন'-এর সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ:

"২(২) "মূল্যায়ন" এর মধ্যে অস্থায়ী মূল্যায়ন, স্ব-মূল্যায়ন, পুনঃমূল্যায়ন এবং যেকোনো মূল্যায়ন যেখানে মূল্যায়িত শুল্ক শূন্য;"

২৩. সংশোধিত সংজ্ঞা থেকে এটি স্পষ্ট যে স্ব-মূল্যায়ন, অস্থায়ী মূল্যায়ন, পুনঃমূল্যায়ন এবং যেকোনো মূল্যায়ন যেখানে মূল্যায়িত শুল্ক শূন্য, তা একটি মূল্যায়ন। মূল্যায়ন স্ব-মূল্যায়নও অন্তর্ভুক্ত করে, যখন স্ব-মূল্যায়নের বিধান ১৭(১) ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ২(২) ধারার মূল্যায়নের সংজ্ঞায় সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন করা হয়েছে। এর আগে 'স্ব-মূল্যায়ন' শব্দটি মূল্যায়নের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

২৪. ২০১১ সালের আগে অসংশোধিত আইনের ১৭ ধারায় শুল্কের মূল্যায়নের বিধান করা হয়েছিল। কাস্টমস আইনের পূর্ব-সংশোধিত ১৭ ধারা নিচে তুলে ধরা হলো:

"১৭. শুল্কের মূল্যায়ন – (১) একজন আমদানিকারক ৪৬ ধারার অধীনে কোনো আমদানি করা পণ্য বা একজন রপ্তানিকারক ৫০ ধারার অধীনে কোনো রপ্তানি পণ্য প্রবেশ করানোর পর, আমদানি করা পণ্য বা রপ্তানি পণ্য, যেমনটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বা তার প্রয়োজনীয় অংশ, অনাবশ্যক বিলম্ব ছাড়াই, যথাযথ কর্মকর্তা দ্বারা পরীক্ষা ও পরীক্ষা করা যেতে পারে।

(২) এই ধরনের পরীক্ষা ও পরীক্ষণ করার পর, এই ধরনের পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুল্ক, যদি থাকে, ৮৫ ধারায় অন্যথা বিধান করা না থাকলে, মূল্যায়ন করা হবে।

(৩) উপধারা (২) এর অধীনে শুল্ক মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে, যথাযথ কর্মকর্তা আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো চুক্তি, ব্রোকারের নোট, বীমা পলিসি, ক্যাটালগ বা অন্যান্য নথি পেশ করতে বলতে পারেন যার দ্বারা আমদানি করা পণ্য বা রপ্তানি পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুল্ক, যেমনটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নির্ণয় করা যেতে পারে, এবং এই ধরনের নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য সরবরাহ করতে বলতে পারেন যা তার পক্ষে উৎপাদন বা সরবরাহ করা সম্ভব, এবং এর পর আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা এই ধরনের অন্য ব্যক্তি সেই নথি পেশ করবে এবং সেই তথ্য সরবরাহ করবে।

(৪) এই ধারায় যা কিছু থাকুক না কেন, আমদানি করা পণ্য বা রপ্তানি পণ্য, তাদের পরীক্ষা বা পরীক্ষণ করার আগে, যথাযথ কর্মকর্তা দ্বারা তাদের সম্পর্কিত এন্ট্রিতে করা বিবৃতি এবং উপধারা (৩) এর অধীনে পেশ করা নথি ও সরবরাহ করা তথ্যের ভিত্তিতে শুল্ক মূল্যায়নের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু যদি পরবর্তীতে পণ্যের পরীক্ষা বা পরীক্ষণ করার পর বা অন্য কোনোভাবে দেখা যায় যে এই ধরনের এন্ট্রি বা নথিতে কোনো বিবৃতি বা সরবরাহ করা কোনো তথ্য মূল্যায়নের সাথে প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয়ে সত্য নয়, তবে এই আইনের অধীনে নেওয়া যেতে পারে এমন অন্য কোনো পদক্ষেপের প্রতি কোনো বিরূপ প্রভাব না ফেলে, পণ্যগুলি শুল্কের জন্য পুনঃমূল্যায়ন করা যেতে পারে।

(৫) যেখানে উপধারা (২) এর অধীনে করা কোনো মূল্যায়ন পণ্যের মূল্যায়ন, শ্রেণীবিন্যাস, ছাড় বা এই আইনের অধীনে কোনো বিজ্ঞপ্তির ফলস্বরূপ গৃহীত শুল্কের ছাড় বা রেয়াতের বিষয়ে আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকের দাবির পরিপন্থী হয়, এবং এমন সব ক্ষেত্রে ব্যতীত যেখানে আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক, যেমনটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, লিখিতভাবে উক্ত মূল্যায়ন তার গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করে, সেখানে যথাযথ কর্মকর্তা বিল অফ এন্ট্রি বা শিপিং বিল মূল্যায়নের তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে একটি সুচিন্তিত আদেশ পাশ করবেন।"

২৫. ২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৭ ধারা নিচে তুলে ধরা হলো:

"১৭. শুল্কের মূল্যায়ন — (১) একজন আমদানিকারক ৪৬ ধারার অধীনে আমদানি করা পণ্য প্রবেশ করানোর পর, বা একজন রপ্তানিকারক ৫০ ধারার অধীনে রপ্তানি পণ্য প্রবেশ করানোর পর, ৮৫ ধারায় অন্যথা বিধান করা না থাকলে, সেই পণ্যগুলির উপর প্রযোজ্য শুল্ক নিজেই মূল্যায়ন করবে।

(২) যথাযথ কর্মকর্তা এই ধরনের পণ্যের স্ব-মূল্যায়ন যাচাই করতে পারেন এবং এই উদ্দেশ্যে, আমদানি করা পণ্য বা রপ্তানি পণ্য বা তার প্রয়োজনীয় অংশ পরীক্ষা বা পরীক্ষা করতে পারেন।

(৩) উপধারা (২) এর অধীনে স্ব-মূল্যায়ন যাচাইকরণের জন্য, যথাযথ কর্মকর্তা আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো নথি বা তথ্য পেশ করতে বলতে পারেন, যার দ্বারা আমদানি করা পণ্য বা রপ্তানি পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুল্ক, যেমনটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নির্ণয় করা যেতে পারে এবং এরপর, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা এই ধরনের অন্য ব্যক্তি সেই নথি পেশ করবে বা সেই তথ্য সরবরাহ করবে।

(৪) পণ্য যাচাইকরণ, পরীক্ষা বা পরীক্ষণ থেকে বা অন্য কোনোভাবে যদি দেখা যায় যে স্ব-মূল্যায়ন সঠিকভাবে করা হয়নি, তবে যথাযথ কর্মকর্তা, এই আইনের অধীনে নেওয়া যেতে পারে এমন অন্য কোনো পদক্ষেপের প্রতি কোনো বিরূপ প্রভাব না ফেলে, সেই পণ্যগুলির উপর প্রযোজ্য শুল্ক পুনঃমূল্যায়ন করতে পারেন।

(৫) যেখানে উপধারা (৪) এর অধীনে করা কোনো পুনঃমূল্যায়ন পণ্যের মূল্যায়ন, শ্রেণিবিন্যাস, ছাড় বা এই আইনের অধীনে এর জন্য জারি করা কোনো বিজ্ঞপ্তির ফলস্বরূপ গৃহীত শুল্কের ছাড় বা রেয়াতের বিষয়ে আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক দ্বারা করা স্ব-মূল্যায়নের পরিপন্থী হয়, এবং এমন সব ক্ষেত্রে ব্যতীত যেখানে আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক, যেমনটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, লিখিতভাবে উক্ত পুনঃমূল্যায়ন তার গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করে, সেখানে যথাযথ কর্মকর্তা বিল অফ এন্ট্রি বা শিপিং বিলের পুনঃমূল্যায়নের তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে পুনঃমূল্যায়নের উপর একটি সুচিন্তিত আদেশ পাশ করবেন।

(৬) যেখানে পুনঃমূল্যায়ন করা হয়নি বা পুনঃমূল্যায়নের উপর কোনো সুচিন্তিত আদেশ পাশ করা হয়নি, সেখানে যথাযথ কর্মকর্তা তার অফিসে বা আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকের প্রাঙ্গণে, যেমনটি উপযুক্ত হতে পারে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে আমদানি করা পণ্য বা রপ্তানি পণ্যের শুল্কের নিরীক্ষা করতে পারেন।

ব্যাখ্যা।—সন্দেহ নিরসনের জন্য এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, যে সকল ক্ষেত্রে একজন আমদানিকারক ৪৬ ধারার অধীনে কোনো আমদানি করা পণ্য বা একজন রপ্তানিকারক ৫০ ধারার অধীনে কোনো রপ্তানি পণ্য ২০১১ সালের অর্থ বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার তারিখের আগে প্রবেশ করিয়েছেন, সেই আমদানি করা পণ্য বা রপ্তানি পণ্য ১৭ ধারার বিধান দ্বারা পরিচালিত হতে থাকবে, যেমনটি সম্মতি প্রাপ্তির তারিখের ঠিক আগে ছিল।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২৬. ২৭ ধারা শুল্ক ফেরতের দাবি নিয়ে কাজ করে। ২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা সংশোধনের আগে প্রচলিত ২৭ ধারার বিধান নিচে তুলে ধরা হলো:

"২৭. (১) যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো শুল্ক ফেরতের দাবি করে—

(i) মূল্যায়নের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার দ্বারা পরিশোধিত; অথবা

(ii) তার দ্বারা বহন করা হয়েছে, সেই শুল্ক এবং সুদ, যদি থাকে, সেই শুল্কের উপর পরিশোধিত, কাস্টমসের সহকারী কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনারের কাছে ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারে:

(ক) কোনো ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বা সরকার বা কোনো শিক্ষামূলক, গবেষণা বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল দ্বারা করা যেকোনো আমদানির ক্ষেত্রে, এক বছর শেষ হওয়ার আগে;

(খ) অন্য কোন ক্ষেত্রে, ছয় মাস মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে, শুল্ক এবং সুদ পরিশোধের তারিখ থেকে, যদি থাকে, এই উদ্দেশ্যে প্রণীত প্রবিধানে নির্দিষ্ট ফর্ম এবং পদ্ধতিতে, এবং আবেদনের সাথে আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যপত্র বা অন্যান্য প্রমাণ (ধারা ২৮গ-এ উল্লিখিত নথি সহ) থাকতে হবে যা প্রমাণ করে যে, যে পরিমাণ শুল্ক এবং সুদ, যদি থাকে, সেই পরিমাণ, যা এই ফেরতের দাবি করা হয়েছে, তা তার কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে বা প্রদান করা হয়েছে এবং এই শুল্ক এবং সুদ, যদি থাকে, প্রদত্ত পরিমাণ, তিনি অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করেননি:

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে ১৯৯১ সালের কেন্দ্রীয় আবগারি ও কাস্টমস আইন (সংশোধন) আইন শুরু হওয়ার আগে ফেরতের জন্য আবেদন করা হয়েছে, সেই আবেদনটি

এই উপধারার অধীনে করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং উপধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী তা মোকাবেলা করা হবে:

আরও শর্ত থাকে যে, এক বছর বা ছয় মাসের সীমাবদ্ধতা, ক্ষেত্রমত, প্রযোজ্য হবে না যেখানে এই ধরনের শুল্কের উপর প্রদত্ত কোনও শুল্ক এবং সুদ, যদি থাকে, প্রতিবাদের অধীনে প্রদান করা হয়েছেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে পণ্যগুলি ২৫ ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীনে জারি করা একটি বিশেষ আদেশের মাধ্যমে শুল্ক প্রদান থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত, সেগুলির ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রমত, এক বছর বা ছয় মাসের সীমাবদ্ধতা, উক্ত আদেশ জারি করার তারিখ থেকে গণনা করা হবে।

[আরও শর্ত থাকে যে, আপিল কর্তৃপক্ষ, আপিল ট্রাইব্যুনাল বা কোনও আদালতের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা নির্দেশের ফলে শুল্ক ফেরতযোগ্য হয়ে ওঠে. একটির সীমাবদ্ধতা বছর বা ছয় মাস, ক্ষেত্রমত, এই ধরনের রায়, ডিক্রি. আদেশ বা নির্দেশের তারিখ থেকে গণনা করা হবে।

ব্যাখ্যা ।.- এই উপ-ধারার উদ্দেশ্যে, আমদানিকারক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, "শুল্ক এবং সুদ, যদি থাকে, পরিশোধের তারিখ", উক্ত ব্যক্তির দ্বারা "পণ্য ক্রয়ের তারিখ" হিসাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

ব্যাখ্যা ॥.- ধারা ১৮ এর অধীনে কোন শুল্ক অস্থায়ীভাবে প্রদান করা হলে, চূড়ান্ত মূল্যায়নের পর শুল্ক সমন্বয়ের তারিখ থেকে এক বছর বা ছয় মাসের সীমা গণনা করা হবে।

(জোর দেওয়া হয়েছে) "

২৭.২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা সংশোধিত কাস্টমস আইনের ২৭ ধারার বিধান নিচে তুলে ধরা হলো:

"২৭. শুল্ক ফেরতের দাবি — (১) কোনো ব্যক্তি যেকোনো শুল্ক বা সুদের ফেরত দাবি করলে—

(ক) যা তার দ্বারা পরিশোধিত; অথবা

(খ) যা তার দ্বারা বহন করা হয়েছে,

সেই ব্যক্তি কাস্টমসের সহকারী কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনারের কাছে এই ধরনের ফেরতের জন্য নির্ধারিত ফর্ম এবং পদ্ধতিতে, সেই শুল্ক বা সুদ পরিশোধের তারিখ থেকে এক বছর শেষ হওয়ার আগে আবেদন করতে পারে:"

যদি কোনো ফেরতের আবেদন ২০১১ সালের অর্থ বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার তারিখের আগে করা হয়ে থাকে, তবে এমন আবেদন উপধারা (১) এর অধীনে করা হয়েছে বলে গণ্য হবে, যেমনটি ২০১১ সালের অর্থ বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার তারিখের আগে ছিল এবং উপধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী তা মোকাবেলা করা হবে:

আরও শর্ত থাকে যে, যেখানে কোনো শুল্ক বা সুদ প্রতিবাদ সহকারে পরিশোধ করা হয়েছে, সেখানে এক বছরের সময়সীমা প্রযোজ্য হবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, যেখানে দাবিকৃত ফেরতের পরিমাণ একশো টাকার কম, সেখানে তা ফেরত দেওয়া হবে না।

ব্যাখ্যা। — এই উপধারার উদ্দেশ্যে, আমদানিকারক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে "শুল্ক বা সুদ পরিশোধের তারিখ" বলতে সেই ব্যক্তি কর্তৃক "পণ্য ক্রয়ের তারিখ" বোঝাবে।

(১ক) উপধারা (১) এর অধীনে আবেদনটি এই ধরনের প্রমাণপত্র বা অন্যান্য প্রমাণ (২৮সি ধারায় উল্লিখিত নথি সহ) সহ হতে হবে যা আবেদনকারী এই মর্মে দাখিল করতে পারে যে, যে শুল্ক বা সুদ, যার সাথে এই ধরনের ফেরত দাবি করা হয়েছে, তা তার কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে বা তার দ্বারা পরিশোধ করা হয়েছে এবং এই ধরনের শুল্ক বা সুদের ঘটনা তার দ্বারা অন্য কোনো ব্যক্তির উপর চাপানো হয়নি।

(১খ) এই ধারায় অন্যথা বিধান করা না থাকলে, এক বছরের সময়সীমা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে গণনা করা হবে, যথা:—

(ক) ২৫ ধারার উপধারা (২) এর অধীনে জারি করা একটি বিশেষ আদেশ দ্বারা শুল্ক পরিশোধ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের ক্ষেত্রে, এক বছরের সময়সীমা সেই আদেশ জারির তারিখ থেকে গণনা করা হবে;

(খ) যেখানে কোনো আপিল কর্তৃপক্ষ, আপিল ট্রাইব্যুনাল বা কোনো আদালতের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা নির্দেশনার ফলস্বরূপ শুল্ক ফেরতযোগ্য হয়, সেখানে এক বছরের সময়সীমা সেই রায়, ডিক্রি, আদেশ বা নির্দেশনার তারিখ থেকে গণনা করা হবে;

(গ) যেখানে ১৮ ধারার অধীনে কোনো শুল্ক অস্থায়ীভাবে পরিশোধ করা হয়, সেখানে এক বছরের সময়সীমা চূড়ান্ত মূল্যায়নের পর শুল্ক সমন্বয়ের তারিখ থেকে অথবা পুনঃমূল্যায়নের ক্ষেত্রে, সেই পুনঃমূল্যায়নের তারিখ থেকে গণনা করা হবে।]

(২) এমন কোনো আবেদন পাওয়ার পর, যদি কাস্টমসের সহকারী কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনার সন্তুষ্ট হন যে আবেদনকারী কর্তৃক পরিশোধিত শুল্ক এবং সুদের সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিমাণ ফেরতযোগ্য, তবে তিনি সেই অনুযায়ী একটি আদেশ দিতে পারেন এবং নির্ধারিত পরিমাণ তহবিলে জমা করা হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কাস্টমসের সহকারী কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক এই উপধারার পূর্বোক্ত বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত শুল্ক এবং সুদের পরিমাণ, যদি থাকে, তহবিলে জমা করার পরিবর্তে আবেদনকারীকে পরিশোধ করা হবে, যদি এই পরিমাণটি সম্পর্কিত হয়:

(ক) আমদানিকারক [বা রপ্তানিকারক, যেমনটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য] কর্তৃক পরিশোধিত শুল্ক এবং সুদ, যদি থাকে, যদি সে এই শুল্ক এবং সুদের ঘটনা, যদি থাকে, অন্য কোনো ব্যক্তির উপর চাপিয়ে না থাকে;

(খ) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য করা আমদানির উপর পরিশোধিত শুল্ক এবং সুদ, যদি থাকে;

(গ) ক্রেতা কর্তৃক বহন করা শুল্ক এবং সুদ, যদি থাকে, যদি সে এই শুল্ক এবং সুদের ঘটনা, যদি থাকে, অন্য কোনো ব্যক্তির উপর চাপিয়ে না থাকে;

(ঘ) ২৬ ধারায় নির্দিষ্ট করা রপ্তানি শুল্ক;

(ঙ) ৭৪ এবং ৭৫ ধারার অধীনে প্রদেয় শুল্কের ড্রব্যাক;

(চ) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, নির্দিষ্ট করতে পারে এমন অন্যান্য শ্রেণীর আবেদনকারী কর্তৃক বহন করা শুল্ক এবং সুদ, যদি থাকে;

(ছ) আমদানিকারক কর্তৃক পণ্যগুলি অভ্যন্তরীণ ভোগের জন্য ছাড়পত্র দেওয়ার আদেশ দেওয়ার আগে অতিরিক্ত পরিশোধিত শুল্ক যেখানে—

(i) স্ব-মূল্যায়িত বিল অফ এন্ট্রির ক্ষেত্রে এই ধরনের অতিরিক্ত শুল্ক পরিশোধ বিল অফ এন্ট্রি থেকে স্পষ্ট; অথবা

(ii) পুনঃমূল্যায়নের ক্ষেত্রে পুনঃমূল্যায়িত বিল অফ এন্ট্রিতে প্রকৃত প্রদেয় শুল্ক প্রতিফলিত হয়।

আরও শর্ত থাকে যে, প্রথম শর্তের (চ) ধারার অধীনে কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে না যদি না কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, শুল্ক এবং সুদের ঘটনা, যদি থাকে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অন্য কোনো ব্যক্তির উপর চাপিয়ে না থাকে।

(৩) আপিল ট্রাইব্যুনাল, ন্যাশনাল ট্যাক্স ট্রাইব্যুনাল বা কোনো আদালতের যেকোনো রায়, ডিক্রি, আদেশ বা নির্দেশনা অথবা এই আইনের অন্য কোনো বিধান বা এর অধীনে প্রণীত প্রবিধান বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছু বিপরীত থাকুক না কেন, উপধারা (২) এ প্রদত্ত ব্যতীত অন্য কোনো ফেরত দেওয়া হবে না।

(৪) উপধারা (২) এর প্রথম শর্তের (চ) ধারার অধীনে প্রতিটি বিজ্ঞপ্তি সংসদের প্রতিটি কক্ষে পেশ করা হবে, যদি তা অধিবেশনরত থাকে, বিজ্ঞপ্তি জারির পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এবং যদি তা অধিবেশনরত না থাকে, তবে এর পুনঃসংযোজনের সাত দিনের মধ্যে, এবং কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি পেশ করার তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বিজ্ঞপ্তির জন্য সংসদের অনুমোদন চাইবে এবং যদি সংসদ বিজ্ঞপ্তিতে কোনো পরিবর্তন করে বা নির্দেশ দেয় যে বিজ্ঞপ্তিটি কার্যকর থাকা উচিত নয়, তবে বিজ্ঞপ্তিটি এরপর শুধুমাত্র সেই পরিবর্তিত আকারে কার্যকর হবে বা কার্যকর হবে না, যেমনটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তবে এর অধীনে পূর্বে করা কোনো কিছুর বৈধতার প্রতি কোনো বিরূপ প্রভাব ছাড়াই।

(৫) সন্দেহ নিরসনের জন্য, এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, উপধারা (২) এর প্রথম শর্তের (চ) ধারার অধীনে জারি করা যেকোনো বিজ্ঞপ্তি, উপধারা (৪) এর অধীনে অনুমোদিত বা সংশোধিত এই ধরনের যেকোনো বিজ্ঞপ্তি সহ, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেকোনো সময় সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বাতিল করা যেতে পারে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২৮. ২৮ ধারা অনাদায়ী বা পরিশোধিত হয়নি এমন শুল্ক অথবা কম আদায়কৃত বা কম পরিশোধিত শুল্ক অথবা ভুলভাবে ফেরত দেওয়া শুল্ক পুনরুদ্ধারের বিষয় নিয়ে কাজ করে। ২৮(১) ধারা নিচে তুলে ধরা হলো:

২৮. অনাদায়ী বা পরিশোধিত হয়নি এমন শুল্ক অথবা কম আদায়কৃত বা কম পরিশোধিত শুল্ক অথবা ভুলভাবে ফেরত দেওয়া শুল্ক পুনরুদ্ধার

(১) যেখানে কোনো শুল্ক আদায় করা হয়নি বা পরিশোধ করা হয়নি অথবা কম আদায় করা হয়েছে বা কম পরিশোধ করা হয়েছে অথবা ভুলভাবে ফেরত দেওয়া হয়েছে, অথবা কোনো প্রদেয় সুদ পরিশোধ করা হয়নি, আংশিক পরিশোধ করা হয়েছে বা ভুলভাবে ফেরত দেওয়া হয়েছে, যোগসাজশ বা কোনো ইচ্ছাকৃত ভুল তথ্য বা তথ্য গোপন করা ব্যতীত অন্য কোনো কারণে,—

(ক) যথাযথ কর্মকর্তা প্রাসঙ্গিক তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন যার উপর শুল্ক বা সুদ ধার্য, যা এভাবে আদায় করা হয়নি বা পরিশোধ করা হয়নি অথবা যা কম আদায় করা হয়েছে বা কম পরিশোধ করা হয়েছে অথবা যাকে ভুলভাবে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাকে বিজ্ঞপ্তিে উল্লেখিত পরিমাণ কেন পরিশোধ করবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য বলবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, বিজ্ঞপ্তি জারি করার আগে, যথাযথ কর্মকর্তা শুল্ক বা সুদ ধার্য ব্যক্তির সাথে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাক-বিজ্ঞপ্তি আলোচনা করবেন;

(খ) শুল্ক বা সুদ ধার্য ব্যক্তি, (ক) ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করার আগে, নিম্নলিখিতগুলির ভিত্তিতে পরিশোধ করতে পারে,—

(i) তার নিজের নির্ধারিত শুল্ক; অথবা

(ii) যথাযথ কর্মকর্তা দ্বারা নির্ধারিত শুল্ক, শুল্কের পরিমাণ এবং ২৮এএ ধারার অধীনে প্রদেয় সুদ বা সুদের পরিমাণ যা এভাবে পরিশোধ করা হয়নি বা আংশিক পরিশোধ করা হয়নি:

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে জড়িত পরিমাণ একশো টাকার কম, সেখানে যথাযথ কর্মকর্তা এই ধরনের কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন না।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২৯. বিবেচনার জন্য প্রথম প্রশ্নটি হলো যে, কোনো সুচিন্তিত আদেশ পাশ না করে স্ব-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, এটিকে কি স্ব-মূল্যায়ন আদেশ বলা যেতে পারে? মূল্যায়নকারীদের পক্ষ থেকে জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে এখানে কোনো প্রয়োগের মানসিকতা নেই এবং কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিল অফ এন্ট্রিতে একটি অনুমোদন দেওয়া হয় যাকে কোনো আদেশ বলা যায় না, সুচিন্তিত আদেশ তো দূরের কথা।

৩০. এসকর্টস লিমিটেড বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা (১৯৯৪) সম্পূরক ৩ এসসিসি ৮৬ মামলায়, একটি নির্দিষ্ট শুল্ক আইটেমের অধীনে

আমদানি করা পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস এবং তার উপর শুল্ক পরিশোধের বিল অফ এন্ট্রি সংক্রান্ত প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য উঠেছিল।এই আদালত রায় দিয়েছে যে এই ধরনের ক্ষেত্রে বিল অফ এন্ট্রিতে স্বাক্ষর করাই মূল্যায়নের আদেশ পাশ করার সমতুল্য। সুতরাং, আমদানি করা পণ্য ভিন্ন একটি আইটেমের অধীনে পড়ে যা অনেক কম শুল্কের হার আকর্ষণ করে, এই যুক্তিতে ফেরতের দাবি, শুল্ক পরিশোধের ছয় মাসের বেশি সময় পরে দাখিল হওয়ায়, সময়-সীমা অতিক্রম করার কারণে সঠিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, বিল অফ এন্ট্রিতে করা একটি এন্ট্রিকে মূল্যায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক পাশ করা একটি মূল্যায়ন আদেশ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এই আদালত কাস্টমস আইনের ৪৭ এবং ১৭ ধারার বিধানগুলি বিবেচনা করেছে এবং পর্যবেক্ষণ করেছে:

"৯. ৪৭ এবং ১৭ ধারাগুলি একসাথে পড়লে, কোনো সন্দেহ ছাড়াই স্পষ্ট যে, বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করার সাথে সাথে, যথাযথ কর্মকর্তা পণ্যগুলি পরীক্ষা করেন, পরীক্ষা করেন, সঠিক শুল্ক মূল্যায়ন করেন এবং শুল্ক ও অন্যান্য চার্জ, যদি থাকে, পরিশোধ করার পরেই পণ্য ছাড়করণের অনুমতি দেন। আইনের পরিকল্পনায় এমন কোনো সুযোগ নেই যে শুল্কের মূল্যায়ন ছাড়া কোনো পণ্য ছাড়করণের অনুমতি দেওয়া হবে, তা অস্থায়ী বা চূড়ান্ত হোক, যেমনটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১০. এখন উল্লেখ করা যেতে পারে যে আইনটি মূল্যায়নের আদেশ কোন নির্দিষ্ট রূপে করতে হবে তা নির্ধারণ করে না। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, শ্রেণিবিন্যাস বা শুল্কের হার নিয়ে কোনো বিরোধ না থাকলে মূল্যায়নের কোনো আনুষ্ঠানিক আদেশের আশা করা যায় না। এমন ক্ষেত্রে কোনো আনুষ্ঠানিক আদেশের আশা করা যায় না, এটি 'কাউন্টারের মাধ্যমে' লেনদেনের মতো। বর্তমান মামলায়, এটি পুনর্ব্যক্ত করা যেতে পারে যে আপিলকারী নিজেই ৭৩.৩৩/৪০ শুল্ক আইটেমের অধীনে পণ্যগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করেছিলেন এবং এর অধীনে প্রযোজ্য হারে শুল্ক পরিশোধ করেছিলেন। সেই পর্যায়ে, তিনি শ্রেণিবিন্যাস বা প্রযোজ্য শুল্কের অধিকার নিয়ে কোনো বিরোধ উত্থাপন করেননি। সুতরাং, সেই পর্যায়ে কোনো বিরোধ না থাকায় কোনো আনুষ্ঠানিক আদেশ পাশ করার সুযোগ ছিল না। আপিলকারী কর্তৃক উপস্থাপিত বিল অফ এন্ট্রিতে স্বাক্ষর করা হয়েছিল, যা মূল্যায়ন কর্মকর্তার অনুমোদন নির্দেশ করে। এটি নিজেই এই পরিস্থিতিতে একটি মূল্যায়ন আদেশ। অতএব, আমরা একমত হতে প্রস্তুত নই যে এই ক্ষেত্রে মূল্যায়নের কোনো আদেশ নেই, এবং সেই অনুযায়ী, ২৭ ধারায় নির্ধারিত সময়সীমা শুরু হয়নি। ২৭ ধারা ভাষাগতভাবে জোরালো। এতে বলা হয়েছে যে শুল্ক ফেরতের জন্য আবেদন শুল্ক পরিশোধের তারিখ থেকে ছয় মাস শেষ হওয়ার আগে করতে হবে। এই বিধানের মুখে,

ভারত সরকার সহ আইনের অধীনে থাকা কর্তৃপক্ষের আপিলকারীর আবেদন খারিজ করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। মাদ্রাজ রাবার ফ্যাক্টরি লিমিটেড বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (১৯৭৬) ২ এসসিসি ২৫৫ মামলায় এই আদালতও একই মতামত দিয়েছে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৩১. উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে বিল অফ এন্ট্রিতে করা অনুমোদন একটি মূল্যায়নের আদেশ। এমন ক্ষেত্রে কোনো মূল্যায়ন আদেশ পাশ করা হয়নি, তা বলা যাবে না। যেখানে কোনো বিরোধ নেই, সেখানে "কাউন্টার লেনদেনের" ক্ষেত্রে সুচিন্তিত আদেশ পাশ করার প্রয়োজন নেই।

৩২. ২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা ১৭(১) ধারার সংশোধনের আগে প্রচলিত শুল্ক মূল্যায়নের পদ্ধতির দিকে আসা যাক। আমদানি করা পণ্য বা রপ্তানি করা পণ্য যথাযথ কর্মকর্তা দ্বারা পরীক্ষা ও পরীক্ষা করা প্রয়োজন ছিল। এই ধরনের পরীক্ষার পর, তাকে সেই পণ্যগুলির উপর প্রযোজ্য শুল্ক, যদি থাকে, তা মূল্যায়ন করতে হতো। ১৭ ধারার উপধারা (৩) এর অধীনে, যথাযথ কর্মকর্তাকে আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো চুক্তি, ব্রোকারের নোট বা শর্তে নির্দিষ্ট করা অন্য কোনো নথি পেশ করতে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বিল অফ এন্ট্রিতে করা বিবৃতি এবং উপধারা (৩) এর অধীনে পেশ করা নথি ও সরবরাহ করা তথ্য যা কিছু থাকুক না কেন; কিন্তু যদি পরবর্তীতে পণ্য পরীক্ষা বা পরীক্ষণ থেকে বা অন্য কোনোভাবে দেখা যেত যে এই ধরনের বিল অফ এন্ট্রি বা নথিতে কোনো বিবৃতি বা সরবরাহ করা কোনো তথ্য সত্য নয়, তবে তিনি শুল্ক পুনঃমূল্যায়নে অগ্রসর হতে পারতেন। যেখানে উপধারা (২) এর অধীনে করা মূল্যায়ন পণ্যের মূল্যায়ন, শ্রেণিবিন্যাস, ছাড় বা রেয়াত সম্পর্কিত আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকের দাবির পরিপন্থী হয়, সেখানে ১৭(৫) ধারায় প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী বিল অফ এন্ট্রি বা শিপিং বিল মূল্যায়নের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সুচিন্তিত আদেশ পাশ করা হবে।

৩৩. ২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৭ ধারার বিধান অনুযায়ী, ১৭(১) ধারায় আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক কর্তৃক সেই পণ্যগুলির উপর প্রযোজ্য শুল্ক স্ব-মূল্যায়ন করার বিধান করা হয়েছে। ২(২) ধারার সংশোধিত সংজ্ঞা অনুযায়ী স্ব-মূল্যায়ন একটি মূল্যায়ন। এতে আরও বলা হয়েছে যে যথাযথ কর্মকর্তা এই ধরনের পণ্যের স্ব-মূল্যায়ন যাচাই করতে পারেন, এবং এই উদ্দেশ্যে, যেকোনো আমদানি করা পণ্য বা রপ্তানি করা পণ্য বা তার প্রয়োজনীয় অংশ পরীক্ষা বা পরীক্ষা করতে পারেন।

স্ব-মূল্যায়ন যাচাই করার ক্ষমতা যথাযথ কর্মকর্তার উপর বর্তায় এবং সেই উদ্দেশ্যে ১৭(৩) ধারার অধীনে, তিনি আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় নথি পেশ করতে এবং তথ্য সরবরাহ করতে বলতে পারেন। যদি যথাযথ কর্মকর্তা যাচাইকরণের পর পণ্য পরীক্ষা বা পরীক্ষণ থেকে বা তার অংশ হিসেবে বা অন্য কোনোভাবে দেখতে পান যে স্ব-মূল্যায়ন সঠিকভাবে করা হয়নি, তাহলে যথাযথ কর্মকর্তা, এই আইনের অধীনে নেওয়া যেতে পারে এমন অন্য কোনো পদক্ষেপের প্রতি কোনো বিরূপ প্রভাব না ফেলে, সেই পণ্যগুলির উপর প্রযোজ্য শুল্ক পুনঃমূল্যায়ন করতে পারেন। সংশোধিত আইনের ১৭(৫) ধারা বিধান করে যে, যেখানে ১৭(৪) উপধারার অধীনে করা পুনঃমূল্যায়ন আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক দ্বারা উল্লিখিত বিষয়গুলির মূল্যায়নের পরিপন্থী হয়, সেখানে যথাযথ কর্মকর্তাকে বিল অফ এন্ট্রি বা শিপিং বিলের পুনঃমূল্যায়নের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পুনঃমূল্যায়নের উপর একটি সুচিন্তিত আদেশ পাশ করতে হবে। সংশোধিত ১৭ ধারার ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা সংশোধনের আগে আমদানি বা রপ্তানি ১৭ ধারার অসংশোধিত বিধান দ্বারা পরিচালিত হবে।

৩৪. ১৮ ধারা শুল্কের অস্থায়ী মূল্যায়ন নিয়ে কাজ করে, যেখানে আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক স্ব-মূল্যায়ন করতে অক্ষম হয় অথবা যথাযথ কর্মকর্তা কোনো আমদানি করা বা রপ্তানি করা পণ্যকে কোনো রাসায়নিক বা অন্যান্য পরীক্ষার অধীন করা প্রয়োজন মনে করেন; অথবা যেখানে যথাযথ কর্মকর্তা দ্বারা আরও তদন্ত প্রয়োজন বলে মনে করা হয়।

৩৫. ২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা সংশোধনের আগে আইনের ২৭ ধারা ফেরতের পদ্ধতি নির্ধারণ করেছিল। যেকোনো ব্যক্তি শুল্ক এবং সুদ, যদি থাকে, সেই শুল্কের উপর পরিশোধিত, ফেরতের দাবি করতে পারত। শুল্ক এবং সুদ, যদি থাকে, মূল্যায়নের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিশোধিত বা তার দ্বারা বহন করা হয়েছে, সেই শুল্কের ফেরতের জন্য কাস্টমসের সহকারী কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনারের কাছে আবেদন করতে পারে, কোনো ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বা সরকার বা কোনো শিক্ষামূলক, গবেষণা বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল দ্বারা করা যেকোনো আমদানির ক্ষেত্রে এক বছরের মধ্যে। অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে শুল্ক এবং সুদ পরিশোধের তারিখ থেকে ছয় মাস শেষ হওয়ার আগে। তাকে আরও নিশ্চিত করতে হবে যে সে এই দায় অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করেনি। এক বছর বা ছয় মাসের সময়সীমা প্রযোজ্য হবে না যেখানে কোনো শুল্ক এবং সুদ প্রতিবাদ সহকারে পরিশোধ করা হয়েছে। ২৭ ধারার দ্বিতীয় শর্তাবলী দ্বারা এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, যদি আপিল কর্তৃপক্ষ, আপিল ট্রাইব্যুনাল বা কোনো আদালতের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা নির্দেশনার ফলস্বরূপ ফেরত দেওয়া প্রয়োজন হয়, তবে এক বছর বা ছয় মাসের সময়সীমা সেই রায়, ডিক্রি, আদেশ বা নির্দেশনার তারিখ থেকে শুরু হবে।

৩৬. কাস্টমস আইনের ২৭ ধারা, যা ২০১১ সালের অর্থ আইন দ্বারা সংশোধিত হয়েছে, বিধান করে যে, যে কোনো ব্যক্তি তার পরিশোধিত বা বহন করা শুল্ক বা সুদ ফেরতের দাবি করলে, সেই শুল্ক বা সুদ পরিশোধের তারিখ থেকে এক বছর শেষ হওয়ার আগে সহকারী বা ডেপুটি কমিশনার অফ কাস্টমস-এর কাছে নির্ধারিত ফর্‌ম ও পদ্ধতিতে ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারবে। যদি অর্থ বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার আগে ফেরতের জন্য কোনো আবেদন করা হয়ে থাকে, তবে তা ২৭(১) ধারার বিদ্যমান বিধানের অধীনে দাখিল হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং ২৭(২) ধারা অনুযায়ী তা মোকাবেলা করা হবে। ২৭ ধারার বিধান দ্বারা প্রদত্ত এক বছরের সময়সীমা ২৫(২) ধারার অধীনে জারি করা একটি বিশেষ আদেশ দ্বারা শুল্ক পরিশোধ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের ক্ষেত্রে সেই আদেশ জারির তারিখ থেকে গণনা করা হবে, যেমনটি ২৭(১খ)(ক) ধারায় প্রদত্ত আছে। যেখানে আপিল কর্তৃপক্ষ, আপিল ট্রাইব্যুনাল বা কোনো আদালতের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা নির্দেশনার ফলস্বরূপ শুল্ক ফেরতযোগ্য হয়, সেখানে এক বছরের সময়সীমা সেই রায়, ডিক্রি, আদেশ বা নির্দেশনার তারিখ থেকে গণনা করা হবে। ২৭(১খ)(গ) ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, যেখানে ১৮ ধারার অধীনে কোনো শুল্ক অস্থায়ীভাবে পরিশোধ করা হয়, সেখানে এক বছরের সময়সীমা চূড়ান্ত মূল্যায়নের পর শুল্ক সমন্বয়ের তারিখ থেকে অথবা পুনঃমূল্যায়নের ক্ষেত্রে, সেই পুনঃমূল্যায়নের তারিখ থেকে গণনা করা হবে। ২৭ ধারার দ্বিতীয় শর্তাবলী স্পষ্ট করে যে, যেখানে কোনো শুল্ক বা সুদ প্রতিবাদ সহকারে পরিশোধ করা হয়েছে, সেখানে ১ বছরের সময়সীমা প্রযোজ্য হবে না।

৩৭. ২৭(২)(ক) ধারার অধীনে আবেদনকারীর জন্য এটা বাধ্যতামূলক যে তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে যে, যে শুল্ক বা সুদের ফেরত দাবি করা হয়েছে, তার পরিমাণ সে অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করেনি। এই বিধানের উদ্দেশ্য হলো অন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহ প্রতিরোধ করা।

৩৮. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ২৭ ধারার সংশোধিত বিধান থেকে "মূল্যায়নের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে" নামক অভিব্যক্তিটি, যা পূর্বে ২৭(১)(ঝ) ধারায় ব্যবহৃত হয়েছিল, স্ব-মূল্যায়নের বিধান প্রবর্তনের কারণে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে, যেহেতু স্ব-মূল্যায়ন একটি মূল্যায়নের আদেশ, তাই উপরোক্ত অভিব্যক্তিটি বাদ দেওয়ার ফলে কোনো পার্থক্য হয় না, কারণ এই আদালত এসকর্টস লিমিটেড বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা (উপরে উল্লিখিত) মামলায় যেমনটি পর্যবেক্ষণ করেছে, স্ব-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আলাদা কোনো যুক্তিযুক্ত মূল্যায়ন আদেশ পাশ করার প্রয়োজন নেই।

৩৯. কালেক্টর অফ সেন্ট্রাল এক্সাইজ, কানপুর বনাম ফ্লক (ইন্ডিয়া) প্রা. লিমিটেড ২০০০ (১২০) ইএলটি ২৮৫ (এস.সি.) = (২০০০) ৬ এসসিসি ৬৫০ মামলায়, এই আদালতের সামনে বিবেচনার জন্য প্রশ্নটি ছিল এমন একটি আপিলযোগ্য আদেশকে

বিরোধিতা না করা, যেখানে বিচারকারী কর্তৃপক্ষ একটি আদেশ পাশ করেছিল যা সংবিধি অনুযায়ী আপিলযোগ্য, এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ আপিল দাখিল করতে পছন্দ করেনি।এই আদালত রায় দিয়েছে যে, কোনো পক্ষের পক্ষে বিচারকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের সঠিকতা পরবর্তীতে ফেরতের দাবি দাখিল করে প্রশ্ন করা যাবে না এই যুক্তিতে যে বিচারকারী কর্তৃপক্ষ আদেশ পাশ করতে ভুল করেছে। কেন্দ্রীয় আবগারি আইন, ১৯৪৪ এর বিধানগুলি বিবেচনার জন্য এসেছিল। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে:

"১০. উত্থাপিত প্রশ্নে আসা যাক, এই বিষয়ে সন্দেহের সামান্যই অবকাশ আছে যে, যেখানে একজন বিচারকারী কর্তৃপক্ষ একটি আদেশ পাশ করেছে যা আইন অনুযায়ী আপিলযোগ্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ আপিল করার সংবিধিবদ্ধ অধিকার প্রয়োগ করতে চায়নি, সেখানে সেই পক্ষের পক্ষে বিচারকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের সঠিকতা পরবর্তীতে ফেরতের দাবি দাখিল করে প্রশ্ন করা যাবে না এই যুক্তিতে যে বিচারকারী কর্তৃপক্ষ তার আদেশ পাশ করতে ভুল করেছে। যদি এই অবস্থানটি গ্রহণ করা হয়, তাহলে আইন ও বিধিতে বিচার সংক্রান্ত বিধান, আইন ও বিধিতে আপিলের বিধান তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারাবে এবং পুরো অনুশীলনটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। আমাদের মতে, এই অবস্থানটি আইনের পরিকল্পনার পরিপন্থী হবে এবং আবগারি শুল্ক ধার্য ও সংগ্রহের পুরো প্রক্রিয়ায় একটি অনিশ্চয়তার উপাদান নিয়ে আসবে। এমন একটি অবস্থান বরদাস্ত করা যায় না। আমাদের নেওয়া এই মতটি ১১ বিধির উপ-বিধি (৩) এর বিধান দ্বারাও সমর্থিত, যেখানে বলা হয়েছে যে, আইনের অধীনে আপিল বা পুনর্বিবেচনায় পাশ করা কোনো আদেশের ফলস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তির কোনো শুল্ক ফেরতযোগ্য হয়, তবে যথাযথ কর্মকর্তা সেই ব্যক্তিকে সেই পরিমাণ ফেরত দিতে পারেন তার দ্বারা সেই বিষয়ে কোনো দাবি না করেই। এই বিধানটি আইনের অধীনে আপিল বা পুনর্বিবেচনা কর্তৃপক্ষের আদেশের গুরুত্ব নির্দেশ করে। অতএব, যদি আইনের অধীনে আপিলযোগ্য একটি আদেশ চ্যালেঞ্জ করা না হয়, তাহলে সেই আদেশ প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার যোগ্য নয় এবং ফেরতের কার্যধারায় বিষয়টি পুনরায় খোলা যাবে না, যাকে আমরা ডিক্রি/আদেশ কার্যকরের প্রকৃতির বলতে পারি। বর্তমান মামলায়, সহকারী কালেক্টরের আদেশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, যদি পরামর্শ দেওয়া হয়, মূল্যায়নকারী সেই আদেশের বিরুদ্ধে কালেক্টর (আপিল)-এর কাছে আপিল করতে পারে।" (জোর দেওয়া হয়েছে)

৪০. প্রিয়া ব্লু ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম কমিশনার অফ কাস্টমস (প্রিভেন্টিভ) ২০০৪ (১৭২) ইএলটি ১৪৫ (এস.সি.) = (২০০৫) ১০ এসসিসি ৪৩৩ মামলায়, আদালত কাস্টমস আইনের ২৭ ধারার অসংশোধিত বিধান বিবেচনা করেছিল এবং অনুরূপ একটি যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছিল যা এই আদালত প্রত্যাখ্যান করে এই পর্যবেক্ষণ করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মূল্যায়নের আদেশ বহাল থাকে, সেই মূল্যায়নের আদেশ অনুযায়ী শুল্ক প্রদেয় হবে। এই আদালত এভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে:

"৬. আমরা এই যুক্তি গ্রহণ করতে পারছি না। ফ্লক (ইন্ডিয়া) মামলায় (২০০০) ৬ এসসিসি ৬৫০ এই ধরনের একটি যুক্তিকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছিল। একবার মূল্যায়নের আদেশ পাশ হলে সেই আদেশ অনুযায়ী শুল্ক প্রদেয় হবে। যতক্ষণ না সেই মূল্যায়নের আদেশ ২৮ ধারার অধীনে পুনর্বিবেচিত এবং/অথবা আপিলে সংশোধিত হয়, সেই আদেশটি বহাল থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত মূল্যায়নের আদেশ বহাল থাকে, সেই মূল্যায়নের আদেশ অনুযায়ী শুল্ক প্রদেয় হবে। একটি ফেরতের দাবি আপিল কার্যক্রম নয়। যে কর্মকর্তা ফেরতের দাবি বিবেচনা করছেন তিনি একজন যোগ্য কর্মকর্তা কর্তৃক করা মূল্যায়নের উপর আপিল করতে পারেন না। যে কর্মকর্তা ফেরতের দাবি বিবেচনা করছেন তিনি একটি মূল্যায়ন আদেশও পুনর্বিবেচনা করতে পারেন না।

৭. আমরা এই যুক্তিতেও কোনো সারবত্তা দেখতে পাচ্ছি না যে, সময়সীমার বিধান ইঙ্গিত করে যে আপিল দাখিল না করেও ফেরতের দাবি করা যেতে পারে। এমনকি আবগারি আইনের ১১ ধারার অধীনেও, ফেরতের দাবি ছয় মাসের মধ্যে দাখিল করতে হতো। ফ্লক (ইন্ডিয়া) মামলায় (উপরে উল্লিখিত) তখনও বলা হয়েছিল যে, আপিল দাখিল না হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ফেরতের দাবি করা যাবে না।

৮. "মূল্যায়নের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে" শব্দগুলি কেবল সেই পক্ষ/ব্যক্তিকে নির্দেশ করে যিনি ফেরতের দাবি করতে পারেন। অন্য কথায়, তারা একজন ব্যক্তিকে সক্ষম করে যিনি মূল্যায়নের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শুল্ক পরিশোধ করেছেন তাকে ফেরত দাবি করতে। এই শব্দগুলি এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে না যে, মূল্যায়নের আদেশ আপিলে সংশোধিত বা পুনর্বিবেচিত না হলেও একটি ফেরতের দাবি বজায় রাখা যেতে পারে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৪১. ফেরতের বিধানগুলি থেকে এটি স্পষ্ট যে এটি কমবেশি কার্যনির্বাহী কার্যক্রমের প্রকৃতির। যে কর্তৃপক্ষ ফেরত প্রক্রিয়া করে তার পক্ষে যোগ্যতা অনুযায়ী নতুন মূল্যায়ন করা এবং ভুল বা অন্য কোনো কারণে মূল্যায়ন সংশোধন করা সম্ভব নয়।

৪২. যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে স্ব-মূল্যায়ন আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা যায় না। ১২৮ ধারার বিধানগুলি কমিশনার (আপিল)-এর কাছে আপিলের বিষয়ে আলোচনা করে। কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত যেকোনো ব্যক্তি ৬০ দিনের মধ্যে কমিশনার (আপিল)-এর কাছে আপিল করতে পারেন। আরও ৩০ দিনের জন্য বিলম্ব ক্ষমা করার বিধান রয়েছে। ১২৮ ধারার বিধানগুলি নিচে তুলে ধরা হলো:

"১২৮. [কমিশনার (আপিল)]-এর কাছে আপিল — (১) এই আইনের অধীনে একজন [প্রিন্সিপাল কমিশনার অফ কাস্টমস বা কমিশনার অফ কাস্টমস]-এর চেয়ে নিম্ন পদমর্যাদার কাস্টমস কর্মকর্তার দ্বারা পাশ করা যেকোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত যেকোনো ব্যক্তি সেই সিদ্ধান্ত বা আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে [ষাট দিনের মধ্যে] [কমিশনার (আপিল)]-এর কাছে আপিল করতে পারেন:

[তবে শর্ত থাকে যে, যদি কমিশনার (আপিল) সন্তুষ্ট হন যে আপিলকারীকে উক্ত ষাট দিনের মধ্যে আপিল দাখিল করা থেকে পর্যাপ্ত কারণে বিরত রাখা হয়েছিল, তাহলে তিনি এটিকে আরও ত্রিশ দিনের মধ্যে দাখিল করার অনুমতি দিতে পারেন।]

[(১ক) কমিশনার (আপিল), যদি পর্যাপ্ত কারণ দেখানো হয়, একটি আপিলের শুনানির যেকোনো পর্যায়ে, পক্ষগুলিকে বা তাদের যেকোনো একজনকে সময় দিতে পারেন এবং লিখিতভাবে কারণ রেকর্ড করে আপিলের শুনানি স্থগিত করতে পারেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আপিলের শুনানির সময় কোনো পক্ষকে তিনবারের বেশি এই ধরনের স্থগিতাদেশ দেওয়া হবে না।]

(২) এই ধারার অধীনে প্রতিটি আপিল এমন ফর্মে হবে এবং এমনভাবে যাচাই করা হবে যেমনটি এই বিষয়ে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।"

৪৩. যেহেতু স্ব-মূল্যায়নের আদেশ এই আইনের অধীনে পাশ করা একটি মূল্যায়ন আদেশ, তাই এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত যেকোনো ব্যক্তি অবশ্যই এর বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবে। 'যেকোনো ব্যক্তি' অভিব্যক্তিটির ব্যাপক পরিধি রয়েছে। রাজস্ব বিভাগ, সেইসাথে মূল্যায়নকারী, মূল্যায়নের আদেশের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে আপিল করতে পারে। কেবলমাত্র পুনঃমূল্যায়নের আদেশই আপিলযোগ্য নয়, বরং ১২৮ ধারার বিধানগুলি স্ব-মূল্যায়ন সহ এই আইনের অধীনে যেকোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশকে আপিলযোগ্য করে তোলে। স্ব-মূল্যায়নের আদেশ ২(২) ধারা অনুযায়ী একটি মূল্যায়ন আদেশ, যেমনটি, যদি কোনো ব্যক্তি এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে এটি আপিলযোগ্য। ১৭ ধারায় একটি সুনির্দিষ্ট বিধান করা হয়েছে যে, যাচাইকরণের ক্ষেত্রে যদি স্ব-মূল্যায়ন

সন্তোষজনক না হয়, তবে ১৭(৪) ধারার অধীনে একটি পুনঃমূল্যায়নের আদেশ পাশ করতে হবে। ১২৮ ধারা একটি সুচিন্তিত আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের বিধান করেনি, বরং "যেকোনো আদেশের" বিরুদ্ধে আপিলের বিধান করেছে যার ব্যাপক পরিধি রয়েছে। হাইকোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত যুক্তি এই যে, যেহেতু কোনো বিরোধ নেই, তাই কোনো সুচিন্তিত আদেশ পাশ করা হয়নি, সুতরাং কোনো আপিল করা যাবে না, যা আইনত টিকবে না, এবং এই আদালত এসকর্টস (উপরে উল্লিখিত) মামলায় যা রায় দিয়েছে তার পরিপন্থী।

৪৪. স্ব-মূল্যায়নের ভিত্তিতে বিল অফ এন্ট্রিতে কোনো সংশোধন বা পরিবর্তন না করা হলে ২৭ ধারার বিধানগুলি কার্যকর করা যাবে না। অন্য কথায়, স্ব-মূল্যায়ন আদেশ মেনে চলতে হবে, যদি না ২৭ ধারার অধীনে ফেরতের দাবি গ্রহণ করার আগে এটি সংশোধন করা হয়। ফেরতের প্রক্রিয়াটি অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য কার্যনির্বাহী কার্যক্রমের মতো। এটি কোনো মূল্যায়ন বা পুনঃমূল্যায়ন প্রক্রিয়া নয়। এছাড়াও, ছাড় দাবি করার জন্য অন্যান্য শর্ত পূরণ করতে হবে, যেমনটি ছাড় বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। সেই জরুরি অবস্থাগুলির অস্তিত্বও প্রমাণ করতে হবে যা ফেরতের বিধানের আওতার মধ্যে বিচার করা যায় না। ফেরতের আবেদন প্রক্রিয়া করার সময়, পুনঃমূল্যায়ন অনুমোদিত নয়, বা ছাড়ের শর্তগুলি বিচার করা যায় না। পুনঃমূল্যায়ন কেবলমাত্র সংশোধিত বিধানগুলির ১৭(৩)(৪) এবং (৫) ধারার অধীনে অনুমোদিত। সংশোধনের আগেও পরিস্থিতি একই ছিল। যদি সহকারী কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনার অফ কাস্টমস ফেরতের আবেদন নিয়ে কাজ করার সময় পুরো বিষয়টি বিচার করার অনুমতি পান, তাহলে এটি কার্যত মূল্যায়ন বা পুনঃমূল্যায়ন আদেশে পরিণত হবে যা ২৭ ধারার অধীনে ফেরতের বিধানের আওতার বাইরে। হিরো সাইকেলস লিমিটেড বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন ২০০৯ (২৪০) ইএলটি ৪৯০ (বম্বে) মামলায়, হাইকোর্ট আইনের ভুলের অধীনে পরিশোধিত শুল্কের ফেরতের আবেদন গ্রহণ করার নির্দেশ দিতে হস্তক্ষেপ করেছিল। তবে, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে মূল মূল্যায়নের আদেশের সংশোধন প্রয়োজন কারণ প্রিয়া ব্লু ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (উপরে উল্লিখিত) মামলায় এই আদালত যেমন রায় দিয়েছে, ফেরতের দাবির জন্য ত্রাণ উপলব্ধ নয়।

৪৫. রাজস্থান হাইকোর্টের একটি সিদ্ধান্তের উপরও নির্ভর করা হয়েছিল যা সেন্ট্রাল অফিস মেওয়ার প্যালেস অর্গ. বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন ২০০৮ (১২) এসটিআর ৫৪৫ (রাজ.) মামলায় পরিষেবা কর সম্পর্কিত। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত যুক্তি গ্রহণ করতে রাজি নই, যা কাস্টমস আইনের বিধানের অধীনেও নয়।

৪৬. ইনটেক্স টেকনোলজিস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন মামলায় মাইক্রোম্যাক্স (উপরে উল্লিখিত) এর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হয়েছে। দিল্লি এবং মাদ্রাজ হাইকোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত যুক্তি সঠিক বলে মনে হয় না। ২৭ ধারার অধীনে ফেরতের বিধানগুলির পরিধি বাড়ানো যাবে না। এটি ১৭, ১৮, ২৮ এবং ১২৮ ধারার বিধানগুলির সাথে পড়তে হবে।

৪৭. ২০১১ সালের অর্থ আইনের অধীনে সংশোধনের আগে এবং পরের বিধানগুলির সামগ্রিক প্রভাব বিবেচনা করলে, আমরা এই মত পোষণ করি যে, মূল্যায়নের আদেশ বা স্ব-মূল্যায়ন আইন অনুযায়ী উপযুক্ত কার্যধারা অবলম্বন করে সংশোধন না করা পর্যন্ত ফেরতের দাবি গ্রহণ করা যাবে না এবং স্ব-মূল্যায়নের আদেশ বাতিল করে ফেরত দেওয়ার জন্য শুল্ক পুনঃমূল্যায়ন করা ২৭ ধারার আওতার মধ্যে পড়বে না; এবং যদি কোনো ব্যক্তি কোনো আদেশের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা স্ব-মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করবে, তাকে ১২৮ ধারা বা আইনের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে আদেশটি সংশোধন করাতে হবে।

৪৮. ফলস্বরূপ, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কাস্টমস, আবগারি এবং পরিষেবা কর আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পাশ করা আদেশ(গুলি) বহাল রাখা হবে এবং দিল্লি ও মাদ্রাজ হাইকোর্ট কর্তৃক এর বিপরীত পাশ করা আদেশ(গুলি) বাতিল করার যোগ্য এবং এতদ্বারা বাতিল করা হলো। আমরা সেই অনুযায়ী আদেশ দিচ্ছি। আমরা মনে করি যে ফেরতের আবেদনগুলি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল না। আপিলগুলি সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হলো। পক্ষগুলি তাদের নিজস্ব খরচ বহন করবে।

নিধি জৈন **আপিল খারিজ করা হয়েছে।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal